POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 19-20

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9-16 মে, 2024 29 শওয়াল-7 যুল কাদা 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত থেকেই সম্ভব হতে পারে।

আমি আপনাদের এও নসীহত করছি যে, সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার আশিসময় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন এবং এর প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখুন। কেননা, ইসলামের পুনরুত্থানের কাজ এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত থেকেই সম্ভব হতে পারে। এই কারণেই এই আশিসময় মর্যাদাকে সম্মান দিন এবং এটা সুনিশ্চিত করুন যে, আপনারা এবং আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম সব সময় খিলাফতের নির্দেশনার ছত্রছায়ায় থাকবে।"

[জলসা সালানা হুল্ডোরাস এর বাৎসরিক জলসা (২০২০) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বার্তা।]

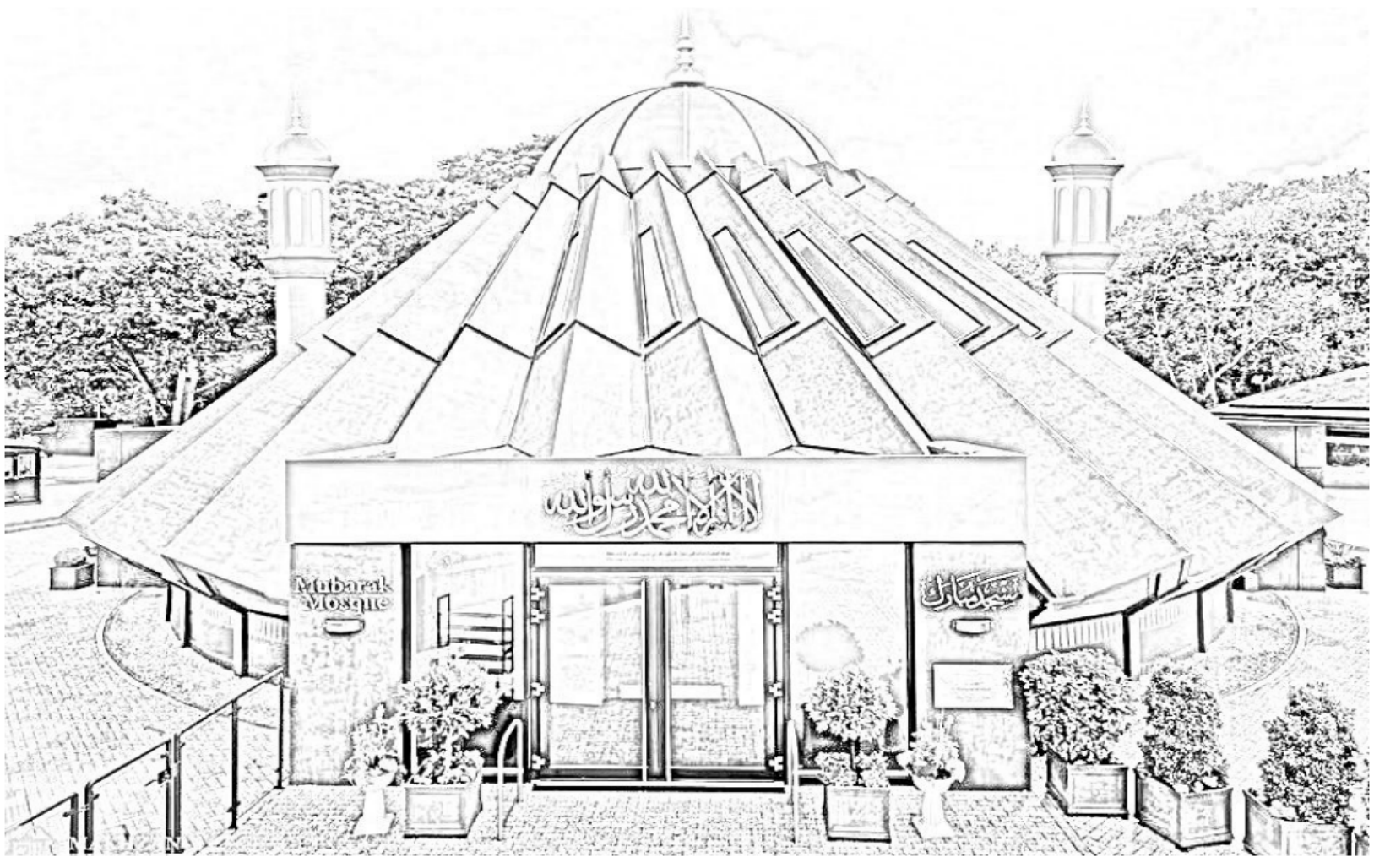

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফত সংখ্যা

খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং এর মূল্যায়ন করার অত্যন্ত জরুরী।
বিশ্ববাসী এই মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত আছে

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়। অন্যথায় আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশে শিরক ও পৌত্তলিকতার পীঠস্থান, যদি মুসলমান না হত তবে জানি না কোন কোন দেব-দেবীর সামনে মাথানত করতে হত। অধিকন্তু মুসলমান বানানোর পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার তৌফিক লাভ হয়েছে আর আমরা আমরা আহমদী মুসলমান হয়েছি। আর তা না হলে হয়তো ৭২ ফির্কার কোন একটি ফির্কা হয়ে থেকে যেতাম, যেখানে নানাবিধ বিদাতের শিকার হতাম আর শিরকপূর্ণ কার্যকলাপ আমাদের দ্বারা সংঘটিত হত। আর একটি ফির্কা এমনও আছে যারা আঁ হযরত (সা.)-এর সেই সব সাহাবাদেরকে গালি দেওয়া ও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে ঈমানের অংশ মনে করে, যাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এদের মধ্য থেকে তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়ত পেয়ে যাবে। আমরা আশ্চর্য হই যে কোনও মুসলমানের এমন আকিদাও থাকতে পারে? অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার পর আল্লাহ্ তা'লার আরও একটি বড় অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এমনতি দেখতে গেলে তারাও একটি ফির্কা, নাম সর্বস্ব হলেও, যারা খিলাফত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে এবং এক পবিত্র জনপদকে ত্যাগ করে একটি বড় শহরকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়েছে, কিন্তু তাদের কোন পরিচয়, কোন খ্যাতি অবশিষ্ট নেই, আর পূর্বেও কখনও ছিল না। অনেকে আবার এমনও আছে যারা বিদ্রোহী ও অবাধ্য হয়ে খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

খিলাফত ঐক্য, সংহতি, তাকওয়া, পবিত্রতা, ইসলামের উন্নতি ও দৃঢ়তা এবং সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিভূ। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে যে মূল্যবান উপদেশ দান করেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ছিল-

'স্মরণ রাখবে, ঐক্যের মধ্যেই সকল গুণাবলী নিহিত। সেই ব্যক্তি মৃত যার কোন নেতা নেই। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯০)

অতএব,ঐক্যের মধ্যেই জীবনের স্বার্থকতা, আর ঐক্য আসে খিলাফতের হাত ধরে। উপমা দ্বারা কোন বিষয় সহজে বোঝা যায়। আজ মুসলমানদের জাতির ছত্রভঙ্গ ও ছন্নছাড়া দশা। তাদের কোন ইমাম নেই, কোন তত্ত্বাবধায়ক, কোন সমব্যাথী নেই, কোন পথপ্রদর্শক নেই, কেউ তাদের শুভাকাঙ্খী নেই। ফিলিস্তীনের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। ৫৭ টি মুসলমান দেশও সম্মিলিতভাবে কয়েক হাজার ফিলিস্তীনি মহিলা ও শিশুদের মুখে দুবেলা আহার তুলে দিতে পারে নি। কেননা তারা নিজেরাই শতধা বিভক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে আর তাদের একজন আধ্যাত্মিক নেতা আছেন যিনি তাদের জন্য দোয়া করেন এবং পদে পদে তাদের পথপ্রদর্শন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) একবার বলেছিলেন, 'আমি প্রতি রাত্রিতে কল্পনার দৃষ্টি নিয়ে প্রতিটি দেশে পৌঁছে যাই এবং জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করি। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ও একবার বলেছিলেন, একজন জাগতিক নেতা ও খলীফার মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, খলীফা জামাতের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের দুঃখ বেদনাকে নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। পক্ষান্তরে জাগতিক নেতারা এমন তৌফিক পায় না। বরং অধিকাংশ সময় একজন জাগতিক নেতা নিজের ক্ষমতা লাভের জন্য জনসাধারণকে ভয়াবক পরীক্ষা ও বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম যে বক্তব্য প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন-

'এখন যে তোমরা বয়আত করলে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পর আমার সাথে এক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে, এই সম্পর্কে বিশ্বস্ততার নমুনা প্রদর্শন কর আর তোমদের দোয়াসমূহে আমাকে স্মরণ রেখো, আমি অবশ্যই তোমাদের স্মরণ রাখব। আর আমি তোমাদের এমনিতেও স্মরণ করতাম। জামাতের সদস্যদের জন্য আমি দোয়া করি নি আজ পর্যন্ত এমন দোয়ার আমার নেই। কিন্তু এখন পূর্বের চেয়েও বেশি মনে রাখব। আমার মধ্যে কখনও দোয়ার জন্য এমন উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় নি যার মধ্যে আমি আহমদীদের জন্য দোয়া করি নি। অতঃপর দৃষ্টি দাও যে, এমন কোন কাজ কোরো না যা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আমি এই দোয়াই করি যেন মুসলমান হয়েই বেঁচে থাকি আর মুসলমান হিসেবেই মৃত্যুবরণ করি। আমীন।:"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে উপলব্দি করা যায় যে, খিলাফতের পূর্বে যখন এক ব্যক্তি জামাতের সদস্যদের জন্য স্থায়ীভাবে দোয়া করে, তখন খলীফা হওয়ার পর তিনি কতই না দোয়া করবেন! যুগ খলীফা অনবরত তাঁর জামাতের জন্য দোয়া করে থাকেন। জামাত আহমদীয়ার জন্য এটি অনেক বড় পুরস্কার। অবশিষ্ট জগত এই পুরস্কার ও আশিস থেকে বঞ্চিত। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে খলীফা বানান, তখন তার দোয়ার গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি করেন।কেননা তিনি নিজের নির্বাচনের সম্মান রক্ষা করেন এবং দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। তাই ব্যক্তিগতভাবেও আর সমষ্টিগতভাবেও যুগ খলীফার দোয়া থেকে জামাত উপকৃত হয়। জামাত নিজের প্রতিটি সমস্যার কথা যুগ খলীফার সামনে উপস্থাপন করে এবং এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। অতএব, খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে-জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ই। আমরা যে খিলাফত রূপী নেয়ামত পেয়েছি তার সমাদর কা উচিত আর যুগ খলীফার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত এবং সেগুলি মেনে চলা উচিত। খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার একটি মাধ্যম হল যুগ খলীফার সঙ্গে চিঠির আদানপ্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা। আরও একটি মাধ্যম হল যুগ খলীফার জন্য দোয়া করতে থাকা। এর মাধ্যমেও খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও ভালবাসা তৈরী হয়। যুগ খলীফার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং এর উপর আমল করার মাধ্যমেও খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা তৈরী হয়। এরজন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এম.টি.এর নিয়ামত দান করেছেন। এম.টি.এ তে যুগ খলীফার খুতবা ও ভাষণাদি শোনা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা হুযুরের কথাগুলি ভালবাসা দিয়ে শুনব, খিলাফতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরী হবে না।

নিম্নে আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যা থেকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার গুরুত্বের উপর আলোকপাত হয়। ২০২৩ সালে ৩০ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত গ্রীসের এথেন্সে ৪র্থ বাৎসরিক জলসা উপলক্ষ্যে হযুর আনোয়ার যে বার্তা প্রেরণ করেন তাতে বলেন-

"আমি আপনাদেরকে এও উপদেশ দিচ্ছি যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সব সময় বিশ্বস্ত থাকবেন। এম.টি.এ দেখুন এবং নিয়মিত আমার খুতবা শুনুন এবং সেগুলি বোঝার চেষ্টা করুন আর যে সব বিষয়ে আমি দিকনির্দেশনা দিই সেগুলি অনুসরন করুন। আজ খিলাফত ব্যবস্থাপনার উপর আমল করার মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যে খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিন আর এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করুন যে, আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম খিলাফতে আহমদীয়ার বরকতমণ্ডিত আশ্রয়, পথপ্রদর্শন ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে স্থান পাবে।

(বদর পত্রিকা, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, পৃ: ১৪)

জলসা সালানা স্পেন (২০২৩) উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ, তিনি আপনাদেরকে খিলাফতের নেয়ামত দান করেছেন আর এর মাধ্যমে এক সূত্রে আপনাদের গ্রোথিত করেছেন। এই দানের কদর করুন এবং এর প্রতি আনুগত্যের উচ্চ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করুন। এই কুদরতের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও ভক্তির সম্পর্ক রাখুন এবং খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের স্পৃহাকে চিরন্তন রূপ দিন এবং এর প্রতি ভালবাসার স্পৃহা বৃদ্ধি করুন, এতটাই যে, এর তুলনায় অপরাপর সমস্ত কিছু তুচ্ছ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২
খুতবা জুমআ হুযুর আনোয়ার (আই.)	৩
খিলাফত ব্যবস্থাপনা খোদা তা'লার এক অটল তকদীর	১১
ভাষণ ও খুতবাসমূহের গুরুত্ব ও কল্যাণ	১৫
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সতর্কবাণী	১৭
খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা কেন জরুরী	৯
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সফর বৃত্তান্ত	২১

জুমআর খুতবা

"দোয়া এমন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যও কাজে আসে যা অবতীর্ণ হয়েছে আর এমন বিপদ থেকেও রক্ষা করে যা এখনো অবতীর্ণ হয়নি।" এরপর বলেছেন, "হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! দোয়াকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও।" (সুনান তিরমিযি)

মহানবী (সা.) বলেন, "যারা যিকরে এলাহী করে এবং যারা যিকরে এলাহী করে না তাদের উপমা জীবিত ও মৃতের সদৃশ।" (সহী বুখারী)

এই জগতকে অর্জন করাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জনের মাধ্যম হওয়া উচিত আর ধর্মকে জাগতিকতার উপর অগ্রগণ্য রাখার চেষ্টা করা উচিত। এমনটি হলে তবে আমরা দোয়া থেকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব।

"সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া। কেননা পাপের ফলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় আর মানুষ জগতের কীটে পরিণত হয়। আমাদের দোয়া এটিই হওয়া উচিত, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে হৃদয়ে কাঠিন্য সৃষ্টিকারী পাপসমূহ থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করেন। "

বর্তমান যুগের যে অবস্থা, সেখানেও যুদ্ধে এমন সব অস্ত্র প্রয়োগ হয়ে থাকে যেগুলি অগ্নি বর্ষণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই আগুন থেকে রক্ষা করুন আর জগতবাসীকেও রক্ষা করুন। আর পরকালেও 'হাসানাত' দান করুন।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সেই সমুদয় কল্যাণ কামনা করছি, তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.) যেসব কল্যাণ কামনা করেছেন আর আমরা সেই সমুদয় অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর প্রকৃত সাহায্যকারী তো তুমি-ই আর তোমার কাছেই আমরা দোয়া করি আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া না আমরা পুণ্য করার শক্তি পাই আর না শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের শক্তি পাই।

বিশ্বযুদ্ধ তো আরম্ভ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই যুদ্ধ ফিলিস্তিনের সীমানা অতিক্রম করেছে। আমাদের এবং আমাদের প্রজন্মকে যুদ্ধের আগুন থেকে নিরাপদ থাকার এবং পরবর্তীতে এর মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিরাপদে রাখুন। এখন তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ সামনে দণ্ডায়মান নয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে বরং বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর নেত্রীবৃন্দের এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। তাদের ধারণা তারা নিরাপদে থাকবে আর সাধারণ জনগণ মারা যাবে। কিন্তু এটিও তাদের খামখেয়ালীপনা।

কুরআন ও হাদীসের মসনুন দোয়াসমূহ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রমযানের কল্যাণরাজি যেন চিরতরে অব্যাহত থাকে, আল্লাহর পথে বন্দীত্ব বরণকারীরা যেন মুক্তি লাভ করে এবং আমরা যেন যুদ্ধের আগুন থেকে রক্ষা পাই এবং এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাই এবং মানবতাকে রক্ষা করার জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ই এপ্রিল, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৫ শাহাদত ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۭ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

তাশাহহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা নমলের ৬৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন।

অর্থ: অথবা তিনি কে, যিনি ব্যাকুলচিত্তের ব্যক্তির দোয়া শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে ও (তার) কষ্ট দূর করে দেন এবংতোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য) কোনো উপাস্য আছে কী? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা আন্ নমল: ৬৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ব্যাকুল ও উদ্বিগ্নচিত্তের ব্যক্তির দোয়া কবুল করি। গত জুমুআতেও আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে দোয়ার বিষয়টিই বর্ণনা করেছিলাম, অর্থাৎ কীভাবে দোয়া করা উচিত; এর প্র জ্ঞা ও দর্শন কী? আজও দোয়ার এই বিষয়টিই অব্যাহত থাকবে। যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা ব লেন, আমি ব্যাকুলচিত্তের ব্যক্তির দোয়া শ্রবণ করি। এখানে মুযতার বলতে কেবল ব্যাকুল চিত্তই নয় বরং এমন ব্যক্তি যার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, আমরা যখন দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হবো তখন এমন অবস্থা সৃষ্টি করে ঝুঁকতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া

করবেন যে, 'তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই আর আমরা তোমার ওপরই নির্ভর করি, ভরসা করি এবং তোমার কাছেই এসেছি'। জামা'তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ নেই যিনি আমাদেরকে এসব অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন, যা পাকিস্তানে কিংবা অন্যান্য দেশে বিরাজমান রয়েছে। বরং ব্যক্তিগতভাবেও যদি মানুষ অনুধাবন করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাই আছেন, যিনি সব কাজ (সমাধা) করেন। তিনিই আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনিই সেই (সত্তা) যাঁর সমীপে বিনত হওয়া যেতে পারে। তিনিই সকল উপকরণ সরবরাহ করেন। যারা তাঁর সমীপে বিনত হয় না তাদের প্রতিও তাঁর রহমানীয়্যত (বা অযাচিত দাতার) বিকাশ ঘটে, যারা আশীর্বাদ ভোগ করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুযতার বা ব্যাকুল চিত্তের ব্যক্তি সম্পর্কে যে বিশেষ কথাটি বর্ণনা করেছেন আর আমি বিগত খুতবায়ও এটি বর্ণনা করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পরিচয়ের এই বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন যে, আমি উদ্বিগ্নচিত্তের ব্যক্তির দোয়া শ্রবণ করি।

কাজেই, নিজেদের দোয়ার মাঝে ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অতএব, আমাদেরকে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এ দোয়াই আমাদেরকে এই দুরাবস্থা থেকে উদ্ধার করবে, যাতে আজ আমরা জর্জরিত। বরং উম্মতে মুসলিমার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যও দোয়াই ভূমিকা রাখবে, যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করে এরা দোয়া করে আর পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিতের বিরোধিতা পরিহার করে।

যাইহোক, আহমদীদের যতটুকু দায়িত্ব (তা হলো) প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়টি নিজেদের মন-মস্তিষ্কে ভালোভাবে বদ্ধমূল করে নেওয়া উচিত যে, নিজেদের দোয়া গ্রহণ করাতে চাইলে ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেছেন, "স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা খুবই অমুখাপেক্ষী, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকহারে এবং বার বার ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করা না হয় তিনি (কারও প্রতি) ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি (আ.) বলেন, (দোয়া) কবুল হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা হলো শর্ত।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

আর ব্যাকুলতার অবস্থাও এমনমানে উপনীত থাকবে, যখন ষোলোআনা এই বিশ্বাস হবে যে, এখন পার্থিব সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং একটিমাত্র পথই খোলা আছে যা খোদা তা'লার পথ, যা তওবা গ্রহণকারীর পথ, যিনি আমাদেরকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।" কাজেই, নিজেদের দোয়ার মাঝে আমাদেরকে এই বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত; নতুবা এসব দোয়া এবং যিকরে এলাহী যদি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব হয় তাহলে এতে কোনো লাভ নেই। একদা এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করো আর যিকর এর উপমাটিকে এমনভাবে বোঝার চেষ্টা করো, যেভাবে কারও শত্রু তাকে এত দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবন করছে যে, সেই ব্যক্তি ছুটে গিয়ে একটি নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং শত্রুদের হাতে ধরা পরা থেকে রক্ষা পায়। একইভাবে মানুষ শয়তানের (খপ্পর) থেকে রক্ষা পেতে পারে, নতুবা আর কোনো উপায় নেই।"

(শোয়বুল ঈমান, ২য় ভাগ, পৃ: ৭৩, হাদীস-৫৩৪)

অতএব, দোয়ার প্রতি অনেক বেশি (মনোযোগ নিবদ্ধ করা) প্রয়োজন।

কুরআনের বিভিন্ন দোয়া আছে, {মহানবী (সা.)-এর} বিভিন্ন মসনূন দোয়া আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শেখানো বিভিন্ন দোয়া আছে। মাতৃভাষায় বিভিন্ন দোয়া আছে। এসবের প্রতি আমাদের অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমরা যদি দুরাবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে চাই, যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাকিস্তানে আমরা স্বাধীনভাবে নামায পড়তে পারি না, স্বাধীনভাবে আমরা রসূলপ্রেম প্রকাশ করতে পারি না অথবা অন্যান্য দেশে। আমরা স্বাধীনভাবে খোদা তা'লার সর্বশেষ শরীয়তগ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারি না। আমরা স্বাধীনভাবে কোনো প্রকার ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারি না। শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গারা সর্বদা এভাবে ওৎ পেতে রয়েছে যে, কবে এবং কোথায় সুযোগ পাবে আর আমরা আহমদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরকে ডিঙ্গিয়ে নিজেদের ধারণানুসারে পুণ্য অর্জন করবো। সম্প্রতি একজন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। হন্তারক ধরা পরেছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, আমরা অমুক মাদ্রাসার মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জান্নাতে জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ কী? তিনি বলেছিলেন, সহজতম পন্থা হলো, তুমি কোনো কাফিরকে হত্যা করো আর আহমদী যেহেতু কাফির তাই তাদের মারা বা হত্যা করা বৈধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা (এই অপকর্ম করে) আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পরার আয়োজন করছে।

তবে যাহোক, আমাদেরকে নিজেদের অবস্থাকে ব্যাকুলচিত্তের (ব্যক্তির) অবস্থার মতো করা প্রয়োজন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাকুল চিত্তের ব্যক্তির একটি পরিচয় যা বলেছেন বরং ঐশী বাণীর আলোকে বর্ণনা করেছেন তা হলো, "মুযতার শব্দ দ্বারা সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝায় যে শুধুমাত্র পরীক্ষার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, শাস্তির কারণে নয়।" (দাফেউল বালা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৩১)

আর আজ একমাত্র আহমদীরাই এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদে জর্জরিত। যাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, খোদাপ্রেম ও রসূল (সা.)-এর প্রেমের বহিঃপ্রকাশও করতে পারে না। কোনো ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাও নাই, কোনো ব্যক্তিগত অপরাধও নেই- যার শাস্তি পাচ্ছে। এদেরকে তো বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হচ্ছে। অতএব, এদিনগুলোতে এবং সর্বদা নিজেদের জিহ্বাকে দোয়া ও যিকরে এলাহীতে রত রাখা উচিত। নিজেদের সিজদায় এবং দোয়াতে ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত। এখন আমি কতিপয় কুরআনের দোয়া এবং মসনূন দোয়া এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াও পাঠ করবো। এসব দোয়া শুনে শুধুমাত্র এখানে আমীন বলে দেওয়াই যথেষ্ট নয় বরং এর প্রতি অভিনিবেশ করে আমাদেরকে এর প্রতি স্থায়ীভাবে মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর ব্যাকুলতার সাথে পাঠ করাও উচিত, এছাড়া মাতৃভাষায়ও দোয়া করতে থাকা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "মাতৃভাষায়ও দোয়া করো, যাতে অধিক ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি হয়, (এবং) হৃদয় এটি উপলব্ধি করে।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৪৬)

যিকরে এলাহী বা আল্লাহ্র স্মরণকারীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, "যারা যিকরে এলাহী করে এবং যারা যিকরে এলাহী করে না তাদের উপমা জীবিত ও মৃতের সদৃশ।"

(সহী বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৪০৭)

অতএব, আমাদেরকে সেসব জীবিতদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যারা যিকরে এলাহী বা খোদার স্মরণে নিজেদের জিহ্বাকে রত রাখে। এরপর আরেকবার মহানবী (সা.) বলেছেন-

"দোয়া এমন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যও কাজে আসে যা অবতীর্ণ হয়েছে আর এমন বিপদ থেকেও রক্ষা করে যা এখনো অবতীর্ণ হয়নি।" এরপর বলেছেন, "হে আল্লাহ্র বান্দারা! দোয়াকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও।"

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫৪৮)

অতএব দোয়ার গুরুত্বকে আমাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমি যেমনটি বলেছি (এখন) আমি কিছু দোয়ার উল্লেখ করছি। সর্বপ্রথম হলো সূরা ফাতেহা। শুধু নামাযেই নয়, এমনিতেও এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকা উচিত। জুবিলির দোয়াসমূহে আমরা যেগুলো নির্ধারিত করেছিলাম, সেগুলোর পাশাপাশি মানুষ সূরা ফাতিহাও পুনরাবৃত্তি করত। এতদিনে তো তা অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত যেন মানুষ স্থায়ীভাবে এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "সূরা ফাতেহার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে পাঠ করা হৃদয়কে পবিত্র করে আর অন্ধকারের পর্দাসমূহ দূর করে। অর্থাৎ যেসব অন্ধকার হৃদয়ে ছেয়ে আছে সেগুলো দূর করে আর বক্ষকে প্রশস্ত করে। প্রশস্ততা দান করে। আশ্ব স্ত করে। আর সত্যসন্ধানীকে এক খোদার দিকে আকর্ষণ করে এমনসব নূর ও নিদর্শনের বাস্তবায়নস্থল বানায় যা এক খোদার নৈকট্য অর্জনকারীদের মাঝে থাকা উচিত। যদি মানুষ মনোযোগ দিয়ে তা পাঠ করে (তাহলে এটি) আল্লাহ্ তা'লার নিকটতর করার দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজনদের ন্যায় নৈকট্য লাভ হতে পারে। এমন নয় যে, আমাদের তা লাভ হতে পারে না। আর এগুলোকে মানুষ অন্য কোনো চাতুরী ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা দ্বারা কখনো অর্জন করতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০২)

অতএব সূরা ফাতেহাকে একান্ত প্রণিধানের সাথে এবং বুঝেশুনে পাঠ করা এবং পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্তা'লার নিকটতর হয়। বরং এতে বর্ণিত দোয়া সমূহই, যদি প্রণিধান করা হয় তাহলে মানুষের মাঝে ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি করে।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের একটি দোয়া রয়েছে, رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা বাকারা: ২০২)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে ইহজগতেও কল্যাণ দান করো আর পরকালেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।

এ সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মু'মিনের সম্পর্ক জগতের সাথে যত প্রশস্ত থাকে সেগুলো তার জন্য উন্নত মর্যাদা লাভের কারণ হয়, কেননা তার মূল লক্ষ্য ধর্ম হয়ে থাকে। অর্থাৎ মু'মিনের মূল লক্ষ্য ধর্ম হয়ে থাকে। তাই জাগতিক সম্পর্কগুলোও তাকে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আরও মর্যাদা দান করে, কেননা (সেখানেও) ধর্ম অগ্রগন্য থাকে। আর পৃথিবী ও এর ধনসম্পদ ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। অতএব মূল কথা হলো, ইহজগৎ যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়, বরং জাগতিক অর্জনের পেছনেও যেন মূল উদ্দেশ্য ধর্ম হয়।"

" আর এমনভাবে যেন জগৎ অর্জন করা হয় যে, তা ধর্মের সেবক হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত এই শিক্ষা যে, رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً –এতেও ইহজগৎকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। প্রথমে ইহজগৎকে রাখা হয়েছে। কিন্তু কোন্ ইহজগৎকে? যা পরকালে কল্যাণের কারণ হবে। সেই জগৎকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে যা পরকালে কল্যাণের কারণ হয়। এই দোয়ার শিক্ষা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাগতিক অর্জনের ক্ষেত্রেও পরকালের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আর একইসাথে জাগতিক কল্যাণ শব্দের মাঝে জাগতিক অর্জনের সেই সমস্ত সর্বোত্তম মাধ্যমের উল্লেখ চলে এসেছে যেগুলো এক মু'মিন মুসলমানের জাগতিক অর্জনের জন্য অবলম্বন করা উচিত। জাগতিক কল্যাণ চাইলে জগৎ অর্জনের জন্য মানুষ মন্দ কাজ করতে পারে না। ধর্ম অগ্রগণ্য হলে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য হলে এরপর মানুষ সে অনুযায়ী কাজ করবে। তিনি বলেন, জগৎকে সেই সমস্ত পন্থায় অর্জ ন করো যা অবলম্বনে কল্যাণ ও উপকার সাধন হবে। সেই পন্থায় নয় যা অন্য কোনো মানবের জন্য কষ্টের কারণ হবে বা সমগোত্রের মাঝে কোনো পর্দা বা লজ্জার কারণ হবে। এমন জগৎ নিঃসন্দেহে পরকালের কল্যাণের কারণ হবে।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১-৯২)

অতএব এই জগৎকে অর্জন করা-ও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার মাধ্যম হওয়া উচিত। আর ধর্মকে জগতের ওপর অগ্রগণ্য করার চেষ্টা করা উচিত। যদি এটি হয় তবেই আমরা দোয়া থেকে প্রকৃত কল্যাণ অর্জনকারী হতে পারব।

এক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তকে নসীহত করে বলেছিলেন যে, আমাদের জামা'তের আজকাল এই দোয়া অনেক বেশি করা উচিত যে, رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা বাকারা: ২০২) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯)

এর কারণ হলো আমরা যেন ধর্মকে জগতের ওপর প্রাধান্যদানকারী হতে পারি। আর এজন্যও যেন আমরা শত্রুদের প্রজ্জ্বলিত আগুন হতে নিরাপদ থাকি। আজকাল তো পৃথিবীর যে অবস্থা বিরাজমান, যুদ্ধেও এখন এমনসব অস্ত্র ব্যবহৃত হয় যেগুলো আগুন নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উক্ত আগুন হতেও রক্ষা করুন আর ইহজগতেও এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন।

অতএব নিজেদের জন্যও এবং পৃথিবীর জন্যও আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন।

অতঃপর এই দোয়াটিও আজকাল অনেক জোরের সাথে এবং অনেক ব্যাকুলতার সাথে করা উচিত। এটি একটি কুরআনী দোয়া। رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ- (সূরা বাকারা: ২৫১)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে ধৈর্য দান করো। আর আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করো। আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। কোনো ধরনের ভয় এবং কোনো পরিস্থিতি যেন আমাদের পদক্ষেপকে দোদুল্যমান করতে না পারে।

এই দোয়াটিও বার বার ও ব্যাকুলতার সাথে পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ- (البقرة:287)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা আমাদের দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের পাকড়াও করো না। আর হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন করো না যেমনটি আমাদের পূর্বের লোকদের ওপর তাদের পাপের কারণে তুমি অর্পণ করেছিলে। আর হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিও না যা আমাদের সাধ্যাতীত। আর আমাদের (অপরাধ) উপেক্ষা করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আর আমাদের প্রতি কৃপা করো। তুমিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (সূরা বাকারা: ২৮৭)

ঈমানের সুদৃঢ়তার জন্য এই দোয়াও অনেক বেশি পাঠ করা উচিত যে,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

(সূরা আলে ইমরান: ০৯)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। আর আমাদেরকে নিজ সন্নিধান হতে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমিই অসীম দানকারী।

এখন এরপর আমি মহানবী (সা.) বর্ণিত কতিপয় দোয়ার উল্লেখ করছি। একবার হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি বলো,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রাণের প্রতি অনেক বেশি অন্যায় করেছি। আর তুমি ব্যতিরেকে অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। অতএব তুমি তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমার প্রতি কৃপা করো। নিশ্চয় তুমিই পরম ক্ষমাশীল আর বার বার কৃপাকারী।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩২৬)

তিনি (সা.) হযরত আবু বকরকে এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন। অতঃপর মুসআব বিন সা'দ নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন।

অতঃপর মুসআব বিন সা'দ নিজ পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন, এক বেদুইন মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি বলতে থাকব। তিনি (সা.) এটি বলেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ-

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি এক- তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান এবং আল্লাহ্র জন্য অনেক প্রশংসা বিদ্যমান। আল্লাহ্ অতীব পবিত্র, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক-প্রভু। সর্বোচ্চ মহাশক্তিশালী আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোনো কার্যসাধন করার শক্তি কারো নেই। সেই বেদুইন নিবেদন করল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটি তো আমার প্রতিপালক-প্রভুর জন্য প্রশংসা যা আমি করছি। আমার জন্য কী আছে? তিনি (সা.) বলেন, এটি বলবে যে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত করো আর আমাকে রিযক দান করো।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া, হাদীস-৬৮৪৮)

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন মহানবী (সা.) তাকে এই দোয়া শিখাতেন। আবু মালিক আশজায়ি তার পিতার কাছ থেকে এ রেওয়ায়েত করেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন মহানবী (সা.) তাকে নামায শিখাতেন। তারপর তিনি (সা.) তাকে এই শব্দগুলোর দ্বারা দোয়া করতে বলতেন যে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي-

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া, হাদীস-৬৮৫০)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত করো ও আমাকে সুস্থ রাখো আর আমাকে রিযক দান করো। দুই সিজদার মধ্যবর্তী যে দোয়া রয়েছে সেখানেও আমরা এটি পড়ে থাকি কিন্তু মানুষ কেবল সিজদা থেকে উঠে আর বসে। মনে হয় যেন দোয়া করেই না। তাদের কাছে তো এর কোনো গুরুত্বই মনে হয় না, যদিও এটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বুঝেশুনে পড়া উচিত। রিযক বলতে যেভাবে বস্তুগত ভরণপোষণকে বুঝায় সেভাবে এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অর্থও বুঝানো হয়। এতেও উন্নতি করার কথা বুঝানো হয়।

অতএব আমাদের এই নিমগ্নতার সাথে দোয়া করা উচিত যে, যখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করব তখনই যেন আমরা নিজেদের সংশোধন, হিদায়াত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও দোয়া করি। কেবল জাগতিক মোক্ষলাভের দোয়া-ই যেন আমরা না করি বরং নিজেদের বাহ্যন্তর অবস্থার উন্নতির জন্য যখন আমরা দোয়া করব এবং বিশেষ দৃষ্টিনিবদ্ধ করে করব কেবল তখনই আমরা সকল ধরনের কৃপাবারি বর্ষিত হতে দেখব।

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর শেখানো আরেকটি দোয়ার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) রাতে যখন উঠতেন তখন বলতেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، اللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫০৬১)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার সকল পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ যাচনাকারী। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো এবং আমার হৃদয়কে হিদায়াত দানের পর বক্র হতে দিও না। আর তুমি নিজ সন্নিধান থেকে আমার প্রতি করুণা বর্ষণ করো, কেননা নিশ্চয় তুমি অসীম দানশীল।

পুনরায় একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন তখন তিনি (সা.) বলতেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ۔

(সুনানুত তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫২৪)

অর্থাৎ, হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী খোদা! তুমি তোমার কৃপা দ্বারা আমার সাহায্য কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া এমন যা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ইবনে আবি মালায়কা বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي۔

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস-১৭৫৩)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার সেই কৃপার দোহাই দিয়ে যাচনা করছি যা প্রত্যেক জিনিসের ওপর ক্রিয়াশীল যেন তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অতঃপর উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলতেন, رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬১০)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি ক্ষমা করো ও কৃপা করো আর আমাকে সে পথে পরিচালিত করো যা সর্বাধিক সরল, সঠিক এবং সুদৃঢ়।

অতএব যেখানে মহানবী (সা.) এই দোয়া করছেন সেখানে আমাদের কী পরিমাণে এ দোয়া করা উচিত!

মহানবী (সা.)-এর একান্তই নিজের একটি দোয়ার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নামাযে এই দোয়া করতেন যে, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৮৩২)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, মসীহুদ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি তোমার নিকট জীবন-মরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পাপ থেকে ও ধনসম্পদের বোঝা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোনো এক ব্যক্তি তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করে, আপনি এত অধিক পরিমাণে ধনসম্পদের বোঝা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন কেন? তিনি (সা.) বলেন, মানুষ যখন ধনসম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত হয় তখন সে কথায় কথায় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে।

তিনি (সা.) এই যে-সব দোয়া করছেন তা থেকে তো তিনি (সা.) সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন, তাই নিশ্চিতভাবে তিনি (সা.) এসব দোয়া নিজ উম্মতের জন্য করছিলেন যেন তারা এসব জিনিস থেকে দূরে থাকে। তারা যেন মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকে, অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে বেঁচে চলে। ফলে এখন নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমরা যে-সব দোয়া করছি তা থেকে কি আমরা বেঁচে চলার চেষ্টা করছি? অতএব এই দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব থেকে রক্ষা করেন এবং জগতের কল্যাণরাজিতে আমাদেরকে ভূষিত করেন।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার কথা উল্লেখ করেন যে, এটি অনেক দীর্ঘ দোয়া, তাই আমি কেবল অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি।

[اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ۔ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ]

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৭৫)

অর্থ: 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অলসতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমি পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আগুনের আযাব ও আগুনের ফিতনা থেকে, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে, ধনী হবার ফিতনার দুষ্টতা থেকে ও দারিদ্রের ফিতনার নেতিবাচকতা থেকে এবং মসীহুদ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে (তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি)। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ বরফের সুশীতল পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দাও এবং আমার হৃদয় থেকে এমনভাবে পাপপঙ্কিলতা ধুয়ে ফেলো যেভাবে সাদা কাপড় থেকে নোংরা-ময়লা ধোওয়া হয়। আর আমার এবং আমার পাপের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেভাবে তুমি পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ।'

যাহোক, এখানে অনেকগুলো দোয়া এসে গেল।

মহানবী (সা.) যেখানে এমন দোয়া করতেন সেখানে আমাদের কী পরিমাণে দোয়া করা উচিত!

যেভাবে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, পূর্বে হাদীসের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অতএব এসব দোয়া-ই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন সাধন করবে এবং জামা'তী জীবনেও উপকারে আসবে কিন্তু এরইসাথে আমাদেরকে সেই বেদনা অনুভব করতে হবে যা মহানবী (সা.) এসব দোয়া করার সময় অনুভব করতেন আর কেবল নিজের জন্য করতেন না বরং নিজ উম্মতের জন্য করতেন। সুতরাং একথা সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এসব দোয়া করার সময় মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে কত-না ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকবে!

তিনি (সা.) মসীহুদ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে বিশেষভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন যা বর্তমান যুগে তুঙ্গে রয়েছে। অতএব মসীহ্ মওউদ-এর দাসদের যারা কি-না মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী- বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

সহীহ বুখারীতে মহানবী (সা.)-এর তাহাজ্জুদের একটি দোয়ার উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতেন তখন বলতেন: (এটি একটি দীর্ঘ দোয়া, আমি এর অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি।

[اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم) حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ]

(সহী বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১২০)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমিই সকল প্রশংসা অধিকারী, তুমি আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতিদাতা এবং এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোরও (স্থিতিদাতা তুমি-ই), সকল প্রশংসা অধিকারী তুমিই, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর রাজত্ব তোমার আর সেসবেরও যা এগুলোর মাঝে রয়েছে, সকল প্রশংসা অধিকারী তুমিই, তুমি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর নূর আর সেগুলোরও যা এ দুয়ের মাঝে আছে আর সকল প্রশংসা অধিকারী তুমিই, তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, তোমার আদেশ সত্য আর জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য আর সকল নবী সত্য, মুহাম্মদ (সা.) সত্য এবং প্রতিশ্রুত সময় (তথা কেয়ামত) সত্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সমপীপে বিনত হয়েছি এবং তোমার জন্য আমি বিতণ্ডা করেছি আর তোমার কাছেই বিচার চেয়েছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো যা আমি পূর্বে অগ্রে পেরণ করেছি আর যা পরবর্তীর জন্য রেখে দিয়েছি আর যা আমি গোপন করেছি আর যা আমি প্রকাশ করেছি।

তুমি আদী তুমিই অন্ত। কেবল তুমিই একমাত্র ইবাদাতের অধিকারী অথবা বলেছেন, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

এরপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস, এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আজ রাতে আপনাকে দোয়া করতে শুনেছি। আমি যতদূর শুনতে পেয়েছি তা হলো, আপনি বলছিলেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ-

"হে আল্লাহ্! আমার গুণাহ ক্ষমা করে দাও, আমার জন্য আমার গৃহ প্রসস্ত করে দাও আর যা তুমি আমাকে রিযিক হিসেবে দান করেছ- আমার জন্য এতে বরকত রেখে দাও।" মহানবী (সা.) বলেন, তুমি দেখলে! এই বাক্যগুলোর মাঝে কোনো কথা বাদ দেওয়া হয় নি।

(সুনানতিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫০০)

অতএব মহানবী (সা.)-এর দোয়াসমূহ বা কমপক্ষে এর অনুবাদসমূহ মুখস্ত করে, এর ভাবার্থ বুঝে এভাবে আমাদেরওদোয়া করা উচিত।

এরপর বুখারীতে একটি দোয়া এভাবে উল্লেখ পাওয়া হয়েছে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِيْ نُوْرًا، وَتَحْتِيْ نُوْرًا، وَأَمَامِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا-

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩১৬)

মহানবী (সা.) দোয়া করতেন: হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে নূর দান করো, আমার চোখে/দৃষ্টিতে নূর দান করো, আমার শ্রবনশক্তিতে নূর দান করো, আমার ডানে নূর দাও, আমার বামে নূর দাও, আমার ওপরে নূর দান করো, আমার নিচে নূর দান করো, আর আমাকে নূরে নূরান্বিত বানিয়ে দাও।

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়ার এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। যিয়াদ বিন আলাকা নিজ চাচা কুতবা বিন মালেকের বরাতে রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন:

[اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ]

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫৯১)

হে আমার আল্লাহ্! আমি মন্দ চরিত্র এবং মন্দ কর্ম আর মন্দ আশা-আকাঙ্খা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া, যে কেউ অনায়াসে এ দোয়া পড়তে পারে। মন্দ চরিত্র, মন্দ কর্ম এবং মন্দ আকাঙ্খা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি- মানুষ যদি এই দোয়া করে এবং বেদনাভরে দোয়া করে তাহলে অনেক দোষত্রুটি দূর হয়ে যাবে আর পুণ্য সৃষ্টি হবে।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এত দ্রুত দোয়া পাঠ করলেন যে, আমাদের কিছুই মনে থাকল না। [হয়ত বসে ছিলেন, দোয়া শিখাচ্ছিলেন, অনেক দোয়া একসাথে করে থাকবেন।]অতএব আমরা মহানবী (সা.)-কে নিবেদন করলাম। এত বেশি দোয়া ছিল যে, আমাদের মনে থাকল না। আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি অনেকগুলো দোয়া করেছেন কিন্তু আমাদের তো ঐ দোয়াগুলোর মধ্য থেকে কোনো কিছুই মনে নেই। তখন মহানবী (সা.) বললেন, আমি কি তোমারদেরকে এমন একটি দোয়ার কথা বলব না যেটি ঐ সকল দোয়ার সমষ্টি? [তিনি (সা.) কী বলেছিলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।] তিনি (সা.) বলেন, তোমারা এই দোয়া করবে-

[اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ]

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সেই সমুদয় কল্যাণ কামনা করছি, তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.) যেসব কল্যাণ কামনা করেছেন আর আমরা সেই সমুদয় অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা.) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর প্রকৃত সাহায্যকারী তো তুমি-ই আর তোমার কাছেই আমরা দোয়া করি আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া না আমরা পুণ্য করার শক্তি পাই আর না শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের শক্তি পাই।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৫২১)

অতএব আমরা যদি এই দোয়া করি তাহলে যেখানে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে সেখানে সকল দোয়ার সমষ্টি আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া শুরু হবে।

এরপর ক্ষমা লাভের দোয়াও আছে। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর পুত্র নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন:

[رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَ جَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَ جِدِّيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ]

হে আমার খোদা! আমার দোষত্রুটি, আমার অজ্ঞতা, আমার সকল বিষয়াবলী, আমার বাড়াবাড়ি যা তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো, আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আমার আল্লাহ! [মহানবী (সা.) এই দোয়া করছেন যেখানে আমরা ঐসকল মন্দ বিষয়াবলীর ধারণাও করতে পারি না, কেবল পুণ্যই পুণ্য ছিল কিন্তু কেন এই দোয়া করেছেন?নিজ উম্মতকে শিখানোর জন্য বলেছেন]। হে আমার আল্লাহ্! আমার দোষত্রুটি, আমার জ্ঞাতসারে কৃত ভুলত্রুটি, অজ্ঞতা এবং ... আমার দোষত্রুটি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং এ সবকিছু আমার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাকে আমার ঐ সমুদয় গুণাহ ক্ষমা করে দাও যা আমি পূর্বে করেছি এবং আমার দ্বারা পরবতীতে সংঘটিত হয়েছে আর আমি লুকিয়ে যে পাপ করেছি এবং যা আমি প্রকাশ্যে করেছি। তুমি আদি তুমি অন্ত এবং তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৯৮)

অতএব বুখারীর এই হাদীস আর এই রেওয়াতেসমূহ এজন্য যে, আমরা যেন এ দোয়াসমূহ পাঠ করি, আমাদেরকে দোয়া শিখানো হয়েছে।

এরপর বিপদ এবং দুঃখবেদনা/যন্ত্রনার সময়ের দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৪৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) দুঃখকষ্টের সময় এই দোয়া করতেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান এবং পরম সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

এরপর পরীক্ষার সময় এভাবে দোয়া করতেন। এটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ-

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৪৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) অসহ্য পরীক্ষা, দুর্ভাগ্য, পক্ষপাত এবং শত্রুর আনন্দিত হওয়া থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

জগতের নৈরাজ্য থেকে রক্ষা লাভের জন্য একটি দোয়া আছে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৯০)

মুসআব বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নিজ পিতার বরাতে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই বাক্যগুলো এভাবে শিখাতেন যেভাবে প্রাথমিক পাঠদান করা হয় এভাবে লেখাতেন, গুরুত্বারোপ করতেন যেভাবে লেখাপড়া শিখানো হয় আর যে দোয়া শিখাতেন তা হলো, হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কার্পণ্য থেকে এবং তোমার আশ্রয় প্র র্থনা করি কাপুরুষতা থেকে আর তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার বিষয়টি থেকে আর আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি জাগতিক পরীক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া থেকে এবং কবরের আযাবে নিপতিত হওয়া থেকে। এটি একটি পরিপূর্ণ দোয়া।

সততা লাভের দোয়া যার অনুবাদ হলো: ইমরান বিন হুসাঈন (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার পিতা হুসাঈন (রা.)-কে বলেন, তুমি যদি ইসলাম কবুল করতে তাহলে আমি তোমাকে দুটি বাক্য শিখাতাম

যা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো। তিনি বর্ণনা করেন, হুসাঈন (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে ঐ দুটি বাক্য শেখান যেগুলো আপনি আমাকে শিখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি পড়ো:

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَ اَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে এলহামের মাধ্যমে হেদায়েত দান করো আর আমার আত্মার প্রবঞ্চনা থেকে আমাকে রক্ষা করো।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস-৩৪৮৩)

এ দোয়াও প্রত্যেক যুগে অনেক বেশি পাঠ করা প্রয়োজন।

এরপর শত্রুর মন্দ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দোয়া।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস-১৫৩৭)

হযরত আবু দারদা বিন আব্দুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো জাতির পক্ষ থেকে ভয় অনুভব করতেন তখন এই বাক্যগুলো পাঠ করে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দোয়াও আজকাল আহমদীদের অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। শত্রুর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন।

এখন আমি ঐসকল দোয়ার বিষয়ে উল্লেখ করব যেগুলো হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আমরা পেয়েছি। যার মাঝে কিছু দিকনির্দেশনা আ ছে আর কিছু দোয়াও আছে। নিজের একটি পত্রে মৌলভী নযীর হুসাঈন সাহেব সাখা দেহলভী হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে লেখেন যে, মনোযোগ লাভের উপায় কী? আমরা কীভাবে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারি। তখন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) জবাবে লেখেন। "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু। পদ্ধতি হ লো,নামাযে নিজের জন্য দোয়া করতে থাকুন এবং প্রথাগত এবং অমনোযোগী নামাযে সন্তুষ্ট হবেন না বরং যতদূর সম্ভব, মনোযোগসহকারে নামায আদায় করুন। যদি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে প্রত্যেক নামাযে খোদা তা'লার সমীপে প্রত্যেক রাকাতে দাঁড়িয়ে এই দোয়া করুন যে, হে খোদা! [অর্থাৎ যখন কেয়াম করবেন তখন এই দোয়া করুন] হে খোদা, হে খোদা তা'লা! হে সর্বশক্তিমান এবং মহা প্রতাপশালী খোদা! আমি পাপী বান্দা আর আমার এতটা গুনাহর বিষ আমার হৃদয় এবং আমার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আমার নামাযে ভাবাবেগ এবং মনোযোগ লাভ হয় না। তুমি নিজ কৃপা ও দয়ায় আমার গুণাহ ক্ষমা করো এবং আমার দোষত্রুটি মাফ করো আর আমার হৃদয় বিগলিত করো এবং আমার হৃদয়ে তোমার মাহত্ব এবং তোমার ভয় আর তোমার ভালোবাসা গেঁথে দাও যেন এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ের কাঠিন্য দূর হয়ে নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। "

(মাকতুবাতে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭১)

নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্যও আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে দোয়া করুন।

এরপর অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) দোয়া করেছেন যে, হে আমার দয়াল আর হে আমার খোদা! আমি তোমার এক অযোগ্য বান্দা, আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত এবং পূর্ণ অমনোযোগী বান্দা। তুমি আমাকে (নিজ আত্মার প্রতি)যুলুমের পর যুলুম করতে দেখেছ, তা সত্ত্বেও পুরস্কারের পর পুরস্কারে ভূষিত করেছ। তুমি আমাকে উপর্যুপরি পাপ করতে দেখেছ কিন্তু অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি সর্বদা আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ এবং তোমার অগণিত দানে আমাকে ধন্য করেছ। অতএব, এখনো আমার মত অযোগ্য এবং পাপীষ্ঠের প্রতি করুণা কর এবং আমার ঔদ্ধত্য এবং অকৃজ্ঞতাকে ক্ষমা কর। আমাকে আমার এই যাতনা থেকে মুক্তি দাও কেননা তুমি ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই। আমীন"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১০)

আমি মনে করি, এটি এমন এক দোয়া যা প্রত্যহ পাঠ করা উচিত। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এই দোয়া মসীহ মওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)'র নামে প্রেরিত এক পত্রে লিখে ছিলেন। তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের ভাবা দরকার যে, কতটা মনোযোগের সাথে আমাদের এই দোয়া পাঠ করা উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আউয়াল (রা.)-কে যদি এই দোয়া লিখা হয় তবে আমাদেরকে তো এই দোয়ার প্রতি আরো বেশি মনোনিবেশ করা উচিত। হৃদয় নিংড়ানো দোয়া আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপাকে আকর্ষিত করে।

অতঃপর হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর আরেকটি দোয়া আছে যেখানে তাঁর বিনয় এবং আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর সেই সাথে আমাদেরও এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে যে, আমারও যেন নিজ অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই দোয়া করি। তিনি (আ.) বলেন,

হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। তুমি পরম দয়ালু ও কৃপালু। আমার প্রতি তোমার অসীম অনুগ্রহ রয়েছে। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই। আমার অন্তরে তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রবিষ্ট করাও যেন আমি নবজীবন লাভ করি। আমার দোষ-ত্রুটি আচ্ছাদিত কর এবং আমার দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদিত করাও যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার পবিত্র চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার ক্রোধ আমার ওপর পতিত হওয়া থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর এবং দুনিয়া ও পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল দয়া ও অনুগ্রহ তোমারই হাতে বিদ্যমান। আমীন"।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৫)

তারপর তাঁর (আ.)-এর আরেকটি দোয়া যা তিনি 'পয়গামে সুলেহ্‌' পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছেন, এর প্রতিও আমাদের অধিক অভিনিবেশ করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা, হে আমার প্রিয় পথপ্রদর্শক! তুমি আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত কর যে পথে সত্যবাদী ও প্রবিত্রচেতাগণ তোমাকে লাভ করেছেন। আর আমাদেরকে সেই পথ থেকে রক্ষা কর, যে পথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ অথবা পার্থিবজগতের লোভলালসা। "

(পয়গামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৩৯)

ধর্মকে যেন আমরা অগ্রগণ্য রাখি। অপর একস্থানে আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করে তিনি (আ.) বলেন,

"সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া। কেননা পাপের ফলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় আর মানুষ জগতের কীটে পরিণত হয়। আমাদের দোয়া এটিই হওয়া উচিত, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে হৃদয়ে কাঠিন্য সৃষ্টিকারী পাপসমূহ থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করেন। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯)

অতঃপর তাঁর (আ.) আরেকটি দোয়া আছে যে, আমরা তোমার পাপী বান্দা। (আমাদের ওপর) প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে আছে। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর।"

(বদর পত্রিকা, নম্বর-২, পৃ: ৩০)

পৃথিবীবাসীর সংশোধনের ব্যকুলতায় তাঁর একটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। (দোয়াটি হলো)," হে সর্বশক্তিমান ও সর্বাধিপতি খোদা! যদিও আদি থেকে তোমার রীতি-নীতি এমনই যে, তুমি শিশু ও নিরক্ষরদের বিবেক-বুদ্ধি দান কর এবং এই পৃথিবীর বিজ্ঞ ও দার্শনিকদের চোখ ও হৃদয়ে গভীর অমানিশার পর্দাবৃত করে দাও কিন্তু আমি তোমার সমীপে আকুতি-মিনতির সাথে নিবেদন করছি যে, তাদের মাঝ থেকেও একটি দল আমাদের প্রতি আকৃষ্ট কর। (অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত মানুষের মাঝ থেকে একটি দলকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট কর।) যেভাবে তুমি অনেককে আকৃষ্ট করেছ। এবং অন্যান্যদেরও চোখ দান কর, কান প্রদান কর এবং হৃদয় অর্পন কর যেন তারা সেই নেয়ামতকে দেখতে পায়, শুনতে পায় এবং অনুধাবন করতে পারে যা তুমি সঠিক সময়ে অবতীর্ণ করেছ (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব)। (তারা যেন এই নিয়ামতের) মর্যাদা অনুধাবন করে তা অর্জনের জন্য মনোযোগী হয়ে ওঠে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তুমি তা করতে পার কেননা তোমার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নাই। আমীন"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২০)

বর্তমানেও তাঁকে (আ.) অনুসরণ করে এই দোয়া করা আমাদের জন্য অবশ্যক।

পৃথিবীবাসীর এবং বিশেষ করে মুসলিম জাতির সংশোধন হলে, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলেই তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে আর পৃথিবীতে আজ সর্বত্র তারা যে লাঞ্ছিত

এরপর ১০ পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা কেন জরুরী?

হযরত মুফতী মহম্মদ সাদেক (রা.)

১) খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা একারণে জরুরী যে, খিলাফত 'মিনহাজুন নবুয়্যত' এর একটি অংশ। সেই মিনহাজুন নবুয়ত যাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পুনর্জীবিত করেছেন।

২) এই জন্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কতিপয় লেখনীর মধ্যে তাঁর পরে খলীফাগণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

৩) এই কারণে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর সময় সমগ্র জামাতের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত নুরুদ্দীন (রা.)কে খলীফা নিযুক্ত করা একথার প্রমাণ যে, ঐশী অভিপ্রায় অনুসারে সিলসিলা আহমদীয়ায় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এই খিলাফতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। ধন্য তারা, যারা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

৪) এই কারণে যে, হযরত খলীফা আওয়াল নুরুদ্দীন আজম (রা.) তাঁর ছয় বছরের খিলাফতকালে নিজের অধিকাংশ বক্তব্যে বার বার এ বিষয়ের উপর জোর দিতেন যে খলীফা খোদা তৈরী করেন। আমাকেও খোদা খলীফা বানিয়েছেন। আমার পরেও খোদা তা'লাই খলীফা বানাবেন।

৫) এই কারণে যে, হযরত খলীফা আওয়াল (রা.) তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তাঁর পরে খলীফা নির্বাচনের বিসয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই সময় উপস্থিত জামাতের প্রবীণ সদস্যরা এই নির্দেশ শিরোধার্য করেছিলেন।

৬) এই কারণে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন যেগুলি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জন্মের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যেমন- তিনি দৃঢ়-সংকল্প হবেন, তাঁর নাম মাহমুদ আহদম হবে। তাঁর নাম বশীর হবে। তিনি দ্রুত বৃদ্ধি পাবেন ইত্যাদি।

৭) এই কারণে যে, আমরা যখন নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিই যে, আমরা কেবল হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দোয়ার কল্যাণে এতটা ধর্মীয় সেবার তৌফিক লাভ করেছি এবং জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে এত বেশি উন্নতি করেছি যা আমাদের সমসাময়িক যুগের অন্যরা করতে পারি নি। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়াসমূহ যা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের জন্য তিনি করেছেন এবং যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত দোয়ার পক্ষে নিজেদের গ্রহণীয়তার প্রভাব স্পষ্ট করা জরুরী ছিল। আর সেই সব দোয়ার গ্রহণীয়তার একটি নমুনা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর অবিচল সংকল্প, তাকওয়া, ইবাদত, সাধনা, শাসন ক্ষমতা, স্থৈর্য, উচ্চ মর্যাদা, গাম্ভীর্য, বীরত্ব, ক্ষমাপরায়ণতা এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী ও উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং হুযুর (আই.)-এর সাফল্য ও বিজয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

৮) এই কারণে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি সৌন্দর্য ও মানব-হিতৈষার ক্ষেত্রে আমার সমতুল্য হবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হচ্ছে।

৯) এই কারণে যে, এটা আল্লাহ্ তা'লার রীতি যে তিনি প্রত্যেক যুগে স্বীয় ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকে তিনি আশিস দান করেন এবং সাহায্য করেন। এই যুগে সেই জামাতটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাত, যার ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তরাধিকারী তথা যুগ খলীফার মাধ্যমে দৃঢ়তা দান করেছেন।

১০) সিলসিলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেই কাজ আল্লাহ্ তা'লা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)এর মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এবং সুচারুভাবে সম্পাদন করছেন।

১১) খোদা তা'লার পবিত্র বাণীর মধ্যে নিহিত মারেফ ও তত্ত্বদর্শিতা যা পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কারো নিকট উন্মোচিত হয় না, এই যুগে যে বিপুল হারে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) এর উপর উন্মোচিত হচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অন্য কোন মানুষের মাঝে পাওয়া যায় না। তফসীর অন্যদেরকে পড়িয়ে সেই তফসীর শুনে একটি তফসীর তৈরী করে ফেলার মত ছেলেখেলা অনেকেই করতে পারে। কিন্তু ব্যাপক হারে ঐশী গ্রন্থের মারেফ ও তত্ত্বজ্ঞান সেই ব্যক্তির উপর উন্মোচিত হয় যার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আছে এবং যে খোদার সন্ধান প্রাপ্ত আওলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত।

১২) এই কারণে যে, বিগত ২৩টি বছর এ বিষয়ের সাক্ষী যে, হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) বিপরীতে যারা এই জামাত থেকে খিলাফতকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল, তারা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আই.) এর খিলাফতের বিরোধিতা করেছে এবং সব সময় বিফলমনোরথ হয়েছে। আর এমন লোকেরা ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবে।

১৩) এই কারণে যে, হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর দোয়াসমূহ জামাতের সদস্যদের পক্ষে প্রতিদিন পূর্ণ হচ্ছে। আমি ডাক বিভাগে কিছু কাল সেবা করে এ বিষয়টি উৎসুকতার সাথে দেখেছি যে প্রতিদিন অনেক পত্র কৃতজ্ঞতা লিখে জানিয়ে পাঠানো হতো যাতে হুযুরের দোয়া কল্যাণে আমাদের অমুক অমুক মনোকামনা পূর্ণ হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

১৪) এই কারণে যে, আমি নিজের উপর এবং নিজের পরিবারের উপর হযরত আমীরুল মোমেনীন এর অনেক দোয়া কবুল হতে দেখেছি এবং এমন সব আশিস লাভ করেছি যা অন্যত্র লাভ হওয়া সম্ভব হত না। যেহেতু জামাত চতুর্দশী চাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, এই কারণে, আমি ১৪ নম্বরে এই নিবন্ধে ইতি টানছি।

****

হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা দ্বন্দ্বে ভরা পৃথিবীতে বাস করি। কিছু দেশ উন্নয়নের চরমে পৌঁছে গিয়েছে যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্রে মারা যাচ্ছে। একদিকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাবার সাগরে ফেলে দিই অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের খাওয়ার জন্য কিছু পাওয়া কঠিন। একদিকে যেমন বেড়েছে কোটিপতির সংখ্যা, অন্যদিকে সমাজের কিছু অংশ নিদারুণ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। এমন একটি বিশ্বের প্রয়োজন হবে যা যুদ্ধ ত্যাগ করবে এবং শান্তি কামনা করবে.যা সবাইকে একত্রিত করবে এবং একসাথে বিকাশ করবে, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সামাজিক ন্যায় বিচারকে প্রচার করবে" (খুতবা জুমআ, ৭ই মার্চ, ২০১৪)

পরিশেষে হুযুর আনোয়ারের একটি প্রাঞ্জল উক্তি দিয়ে আমি এই উপস্থাপনাটি শেষ করতে চাই। হুযুর আনোয়ার বলেন-

'সুতরাং, বিষয়টিকে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও এবং বিবেচনা করা উচিত। উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আজ, প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য একমাত্র খোদার প্রতি তার ঈমানকে শক্তিশালী করে তোলা। তাদের হৃদয়ে খোদার ভালবাস স্থাপিত হোক যাতে অন্য কোন ভালবাসা তাঁর স্থান নিতে না পারে। তাঁর নির্দেনাগুলি অনুসরণ করার জন্য, মহানবী (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ শিক্ষাকে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে আপনার জীবনের একটি অংশ করে নিন। আমাদের মান যখন এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আদেশ এবং মহানবী (সা.) মহানবী (সা.)এর প্রতিটি বাণী আমাদের কথা ও কাজের অংশ হয়ে উঠবে, তখনই আমরা বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। সেক্ষেত্রে আমরা কেবল প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে তাদের অবহিত করব না, আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমেও তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলব এবং প্রকৃতপক্ষে এটিই সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং প্রমাণ করতে পারি যে মহানবী (সা.) হলেন বিশ্বের জন্য করুণার একমাত্র উৎস। আর এটাই সেই উপায় যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীদের নীরব করতে পারি।

যাইহোক, আজ এই কাজটি প্রতিশ্রুত মসীহর জামাতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমরাও যদি দেশীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সে অনুযায়ী আমাদের ভূমিকা পালন না করি, তাহলে আমরা যে শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে পারব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের প্রজন্মের শান্তি ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই, আর না বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেএ বিশ্বকে অমানশির অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আমাদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।"

আল্লাহ্ করুন যেন এ বিশ্ব আল্লাহ্র প্রেরিত এ মহাপুরুষকে সনাক্ত করতে আর বেশি দেরি না করে। যাতে সুরক্ষার এই অভেদ্যে দুর্গ তাদের নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে তাদের চিরন্তন মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

হচ্ছে এ থেকে মুক্তি লাভ করবে। খোদা তা'লা আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং ওলামাদের বিবেক-বুদ্ধি দিন। তাদের মাঝেও কতিপয় পবিত্রচেতা রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এদিকে আকৃষ্ট করুন।

তারপর, তাঁর (আ.)-এর আরেকটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি (আ.) হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-কে (প্রেরিত) একটি পত্রে এই দোয়া লিখে ছিলেন যে, প্রচুর দোয়া কর এবং বিনয়কে নিজ স্বভাবে পরিণত কর। যে দোয়া কেবলমাত্র প্রথাগত ও অভ্যাসবশত মুখে আওড়ানো হয় তা কোন কাজের বস্তু না। যে দোয়া শুধুমাত্র প্রথাগত ও অভ্যাসবশত মুখে আওড়ানো হয় তা কোন কাজে আসে না। যখন দোয়া করবে তখন ফরয নামায ছাড়াও এই রীতি অবলম্বন কর যে, নির্জনে গিয়ে নিজ ভাষায় পরম বিনয়ের সাথে, (অর্থাৎ কেবল ফরয নামায নয় বরং নফল নামাযেও পরম বিনয়ের সাথে) যেরূপ একজন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বান্দা হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া কর- হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে আমি (শেষ) করতে পারব না। তুমি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আমার প্রতি তুমি সীমাহীন কৃপা করেছ। আমার পাপ মার্জনা কর যেন আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হই। আমার অন্তরে তোমার নিখাদ ভালোবাসা প্রথিত কর যেন আমি নবজীবন লাভ করি। আমার দোষ-ত্রুটি আচ্ছাদিত কর এবং আমার মাধ্যমে এমন কর্ম সম্পাদিত করাও যার ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার পবিত্র চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার ক্রোধে নিপতিত হওয়া থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি। দয়া কর আর ধর্মীয় ও পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল কল্যাণ ও কৃপা তোমার হস্তে বিদ্যমান। আমীন"

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯)

এই দোয়াসমূহের গ্রহনীয়তার জন্য এটিও একান্ত আবশ্যক যে, আমাদের অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে। দরুদ শরীফ ছাড়া আমাদের দোয়াসমূহ বাতাসে ভেসে বেরায় আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। এটি আমাদের অধিক হারে পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন আমরা যেন এই দোয়াসমূহ আন্তরিকতার সাথে পাঠকারী হই, নিজ ভাষাতেও দোয়া করুন এবং অকৃত্রিম ব্যকুলতা (সৃষ্টি করে) ও উৎকণ্ঠিত হয়ে দোয়া করুন যেন আন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া নির্গত হচ্ছে। রমযানের কল্যাণ সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য দোয়া করুন। এই জুমুআর কল্যাণ এবং আগত সকল জুমুআর কল্যাণ আমরা যেন অর্জনকারী হই। আল্লাহ্র পথে বন্দীদের মুক্তির জন্য যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার অপরাধে কারারুদ্ধ আছেন তাদের জন্য অনেক দোয়া করুন। তারা পাকিস্তানেই হোক, ইয়েমেনেই হোক অথবা অন্য কোন স্থানেই হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কৃতি তাদের ফিরিয়ে দিন। আমাদের এবং আমাদের প্রজন্মকে যুদ্ধের আগুন থেকে নিরাপদ থাকার এবং পরবর্তীতে এর মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিরাপদে রাখুন। এখন তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ সামনে দণ্ডায়মান নয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে বরং বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর নেত্রীবৃন্দের এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। তাদের ধারণা তারা নিরাপদে থাকবে আর সাধারণ জনগন মারা যাবে। কিন্তু এটিও তাদের খামখেয়ালীপনা (ছাড়া কিছু নয়)। তারা তাদের আমিত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছে। জনগনের প্রতি তো তোদের কোন পরোয়াই নাই। এগুলোই হলো দাজ্জালের কুটকৌশল যার মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজ ফাঁদে ফেলেছে যে, আমরা তোমাদের জন্য অমুক করছি,তমুক করছি। যদিও আজকাল কিছু জায়গায় রব উঠা শুরু হয়েছে। কিন্তু তাদের কুটকৌশল মানুষকে খোদা তা'লা থেকে দূর সরিয়ে দিয়েছে। তারা নিজেরা তো দূরে আছেই সেই সাথে সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা এবং বেপরোয়াভাব সীমা ছড়িয়ে গেছে। এগুলোও আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো, খোদা তা'লার পাকড়াওয়ের মধ্যে পড়া। এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদের নিজেকে খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন করা এবং দোয়ার মাঝে ব্যকুলতা সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক যেন তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। তাদের মধ্যে যারা সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট রয়েছে তাদের জন্যও দোয়া করুন, তারাও যেন অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

যেমনটি আমি বলেছি, বিশ্বযুদ্ধ তো আরম্ভ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই যুদ্ধ ফিলিস্তিনের সীমানা অতিক্রম করেছে। সিরিয়াতে ইরানের দূতাবাসে তারা যে হামলা করেছে তা যেকোন আইনের অধীনে অনেক বড় অপরাধ। ইসরাঈল (হামলা) করেছে তাই সমগ্র বিশ্ব নিশ্চুপ। এরফলে এখন যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হবে। তাদের সাহায্যকমীর মৃত্যুর কারণে শোরগোল হচ্ছে আর কিছু লোক মুখ খুলছে কিন্তু নিরপরাধ ফিলিস্তিনীর মৃত্যুতে তারা নীরব ছিল। এখন তাদের নিজেদের লোক মারা গেছে তাই তারা এই বেদনা অনুভব করছে। যাহোক এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মানবতাকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে নিজেদের দোয়াসমূহের প্রাপ্যতা প্রদানের তৌফিক দান করুন।

২ পাতার পর....

বলে প্রতিভাত হয়। ইমামের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাঝেই সকল আশিস নিহিত। ইমামই আপনাকে যাবতীয় বিপদ ও বিশৃঙ্খলার সামনে বর্ম হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, আপনি যদি উন্নতি করতে চান, জগতে বিজয়ী হতে চান, তবে আপনাদের প্রতি আমার উপদেশ এটাই যে, আর এটাই আমার বার্তা যে, আপনারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। আল্লাহ্র এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকঁকে ধরে রাখুন,আমাদের সকল উন্নতি খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার উপরই নির্ভর করছে।

(বদর পত্রিকা, ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, পৃ: ১৬)

জামাত আহমদীয়া তানজানিয়ার ৫২তম জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন-

" আমি নসীহত করতে চাই যে,আপনারা খিলাফতের দৃঢ় সম্পর্ক রাখুন। আর খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে লাভ হওয়া পুরস্কারসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন হিসেবে স্থায়ীভাবে এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকুন। শুধু খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের কৃতজ্ঞতা হিসেবে নয়, বরং আমাদের এ বিষয়েরও দৃঢ় সংকল্প করা উচিত যে, আমরা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ও আদর্শ আহমদী হওয়ার চেষ্টা করব। স্মরণ রাখবেন, আমাদের সফলতা নির্ভর করছে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সঙ্গে, যা কি না আজ প্রকৃত অর্থেই মুসলমানদের খিলাফতের প্রতিনিধিত্ব করছে। খলীফাতুল মসীহ্র দিকনির্দেশনাগুলি সততার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আপনারা পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে পারবেন।

জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করাও আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কেননা আমরা তখনই এগিয়ে যেতে পারব, উন্নতি করতে পারব, যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি আর জামাতের মহান উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করি। আপনাদের নিয়ম করে এম.টি.এ দেখা উচিত আর পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে শিশুদের এম.টি. দেখতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আপনাদের উচিত বিশেষ করে আমার জুমআর খুতবা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে দেওয়া ভাষণ গুলি শোনা। এগুলি আপনাদেরকে খিলাফতের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত রাখবে এবং আপনাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করবে। (বদর পত্রিকা, ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, পৃ: ১৬)

জামাত আহমদীয়া সুইজারল্যান্ড এর ৪১তম জলসা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বার্তা-

আমি আপনাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার ঐশী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সব সময় খলীফাতুল মসীহ্র প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন এবং দৃঢ় সম্পর্ক রাখবেন। নিজ সন্তানদেরকেও খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকুন আর এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করুন যে, আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম সব সময় খিলাফতের দিকনির্দেশনা, ছত্রছায়া ও নিরাপত্তায় থাকে। আপনারা নিয়মিত এম.টি.এ দেখুন এবং পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে শিশুদেরকে এর উপদেশ দিন। আমার জুমআর খুতবাগুলি সরাসরি শুনুন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার দেওয়া ভাষণগুলি বিশেষ গুরুত্বের সাথে শুনুন। এইভাবে খিলাফতের সঙ্গে আপনাদের একটি গভীর সম্পর্ক তৈরী হবে এবং ঈমান দৃঢ় হবে।

(বদর পত্রিকা, ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪, পৃ: ১৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন,আমরা যেন যুগ খলীফার নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং আমল করি এবং খিলাফতের সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। আমীন।

(মনসুর আহমদ মসরূর)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْن

নামায ধর্মের স্তম্ভ।

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

খিলাফত ব্যবস্থাপনা ধর্মের স্থায়ী ব্যবস্থাপনার অংশ তথা খোদা তা'লার অটল তকদীরের এক শক্তিশালী নিদর্শন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.)

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতি বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীতে দুই ধরণের জিনিস পাওয়া যায়। এক, যাদের অস্তিত্ব কেবল ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক পরিস্থিতির কারণে টিকে থাকে আর সেগুলির মধ্যে মানবজাতির কোন অংশের জন্যও কোন প্রকৃত কল্যাণ অভিপ্সীত থাকে না। পক্ষান্তরে রয়েছে সেই সব বস্তু যা বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে থাকে এবং যেগুলির মধ্যে মানুষের জন্য কোন না কোন কল্যাণকর দিক অভিপ্সীত থাকে। প্রথমোক্ত বস্তুসমূহ পৃথিবীতে ফেনার মত ফুলেফেঁপে ওঠে এবং ফেনার মতই উধাও হয়ে যায়। কিন্তু শেষোক্ত বস্তুসমূহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে এবং সেগুলি পৃথিবীতে টিকে থাকে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ

(সুরা রাদ: ১৮)

অর্থ:

এই নীতি অনুসারে আমরা যখন প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা এক অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাই। যেমন- যে বস্তুটিই পৃথিবীর জন্য কোন না কোন দিক থেকে কল্যাণকর আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এমনকি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবজন্তু এবং গাছগাছালির বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা রয়েছে আর প্রকৃতির এক অদৃশ্য ও অথচ অতীব শক্তিশালী হাত তাদেরকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে আসছে আর পৃথিবী সম্পর্কে গহন বিচার করলে এই বিষয়টি গোপন থাকে না যে কোন বস্তু মানবজাতির জন্য যত বেশি কল্যাণকর, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেটিকে রক্ষার জন্য তত বেশি পোক্ত ও ব্যাপক ব্যবস্থা থাকে। কুরআন শরীফের হিফাজতের প্রতিশ্রুতিও এই নীতির অধীনে দেওয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

(সূরা হিজর: ১০)

অর্থ:যেহেতু কুরআনের ইলহামকে চিরকালের স্মারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এটিকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মানুষকে সচেতন করার মাধ্যম করে রাখতে আল্লাহ্ তা'লা অভিপ্রায় করেছেন, তাই খোদা তা'লা স্বয়ং এর রক্ষক হবেন এবং চিরকাল এমন উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকবেন যা এটিকে আক্ষরিক ও আভিধানিক- উভয় দিক থেকে সুরক্ষিত রাখবে। অর্থাৎ কুরআন সুরক্ষার কারণ ছোট্ট শব্দ 'যিকর' এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে নবুয়তের ক্ষেত্রেই একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন পৃথিবীকে কোন মহা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় নিমজ্জিত দেখে পৃথিবীর সংশোধন করতে মনঃস্থির করেন, তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে রসুল অথবা নবী করে আবির্ভূত করেন। কিন্তু নবী মানুষই হয়ে থাকেন এবং মানুষ হিসেবে তাঁর জীবন অমরত্ব লাভ করে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার জন্য সেই নবীর লক্ষ্যকে সফল করার জন্য এবং গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবীর মৃত্যুর পরও এমন কোন ব্যবস্থা করা অনিবার্য হয়ে পড়ে যার মাধ্যমে নবী দ্বারা বোপিত বীজ পূর্ণতায় পৌঁছে যেতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'লার নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে যে সংশোধন করতে চান তা পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ঐশী ব্যবস্থাপনা যেটিকে নবুয়তের পরিপূরকও বলা উচিত, এটি খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার আদি রীতি হল প্রত্যেক মহান নবীরর পরে তার অপূর্ণ কাজকে পূর্ণতায় পোঁছে দিতে খলীফাদের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই খলীফাগণ সাধারণত নিজেরা নবী বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হন না,কিন্তু নবী দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে এবং খোদার মিশনের তাৎপর্য অনুধাবন করে সেই ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার যোগ্যতা তাদের থাকে। যদিও তারা খোদার ওহী নিয়ে দাঁড়ান না, কিন্তু খোদা ত া'লা স্বীয় বিশেষ তকদীরের অধীনে এমন অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে থাকেন যে, নবীর তিরোধানের পর তারা খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন যাদেরকে খোদা তা'লা সেই কাজের জন্য পছন্দ করেন। অর্থাৎ খোদা তা'লার গোপন সংবাদ মোমেনদের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে নিজে থেকেই খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তির প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। এই কারণেই খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন এক খলীফা মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে, তাই ইসলাম শিক্ষা দেয় এবং কুরআন করীম এই সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে খলীফা খোদা তা'লা তৈরী করেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে কিনা মানুষের সিদ্ধান্তে বা সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হয় তার নিযুক্তি বা নির্বাচিত হওয়াকে খোদার কাজ বলে আখ্যা দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধপূর্ণ বক্তব্য বলে মনে হয়। কিন্তু সত্য এটাই যে বাহ্যিক নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক স্যত খলীফার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসলে খোদা তা'লার অদৃশ্য হাত ক্রীয়াশীল থাকে এবং কেবল সেই ব্যক্তিই খলীফা হয় বা হতে পারে যাকে খোদা তা'লার চিরাচরিত তকদীর এই কাজের জন্য পছন্দ করেছে। সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই খিলাফতের মসনদে বসার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীতে এই গভীর সত্য নিহিত রয়েছে যা তিনি নিজের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন-

اردت ان ارسل الیٰ ابی بکر حتیٰ اکتب کتاباً ذا عهد ان یتمنی المتمنون و یقول قائل انا اولیٰ ثم قلت یا الله و ید فع المومنون او یدفع الله ویابی المؤمنون

অর্থাৎ আমি আবু বকরকে আমার পর খলীফা নিযুক্ত করতে চাইতাম। কিন্তু আমার এই ভাবনার উদ্রেক হল যে এটা তো খোদার কাজ। খোদা আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা হতে দিবেন না। আর খোদার অভিপ্রায় অনুসারে মোমেনদের জামাত আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খিলাফতে সন্তুষ্টও হতে পারবে না।"

আল্লাহ্ তা'লার কি অপার মহিমা! এই ছোট্ট বাক্যটিতে খিলাফত ব্যবস্থাপনার কত ব্যপক বিষয় এর অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলতেন- নিঃসন্দেহে আমার পর আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের এক বিপুল জামাত আবু বকরকে খলীফা নির্বাচিত করবে। কিন্তু আসলে এই মতের নেপথ্যে সর্বশক্তিমান খোদার চিরন্তন তকদীর ক্রীয়াশীল থাকবে। আর সেটাই হবে যা খোদার অভিপ্রায় হবে, এর অন্যথা হবে না। এমনটিই হয়েছে, যদিও অভ্যন্তরীণভাবে আনসাররা নিজেদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করাতে চেয়েছে আর বাহ্যিকভাবে আরবের বেদুইন গোষ্ঠীগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে খিলাফত ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু যেহেতু আব বকর খোদা দ্বারা নিযুক্ত খলীফা ছিলেন, তাই তার অনুসারীদের স্বল্পতা বিরোধীদের আধিক্যকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যেভাবে সমুদ্রের পানি সমুদ্রপৃষ্ঠের ফেনাপুঞ্জকে খেয়ে ফেলে।

অতঃপর আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমান (রা.)কে বলেছিলেন- "খোদা তোমাকে একটি কামিস পরিধান করাবেন আর লোকেরা সেটি খুলে ফেলতে চাইবে, কিন্তু তা খুলে ফেলো না।" (তিরমিযি)

আঁ হযরত (সা.)এর এই নির্দেশও খোদা তা'লার সেই চিরাচরিত রীতির দিকে ইঙ্গিত করে যে বস্তুত খোদা তা'লাই খলীফা তৈরী করেন আর নির্বাচনকারী লোকেরা এক প্রকার পর্দা হিসেবে কাজ করে। মানুষ এক প্রকার মাধ্যম যাকে খোদা তা'লা স্বীয় তকদীর কার্যকর করার জন্য হাতে নেন। এই কথাগুলির প্রতি অভিনিবেশ করে দেখ যে কত প্রিয় আর কেমন প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। আঁ হযরত (সা.) খলীফা তৈরীর ক্রিয়াকে খোদার প্রতি আরোপিত করেছেন আর খিলাফত থেকে পদচ্যুত করার অপচেষ্টাকে মানুষের দিকে আরোপিত করেছেন। অর্থাৎ যে পরিস্থিতি বাহ্যত পরিলক্ষিত হয় আঁ হযরত (সা.) তার সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করেছেন। খিলাফতের নির্বাচনে বাহ্যত পরিলক্ষিত হওয়া দৃশ্য হল মানুষ খলীফাকে নির্বাচিত করে আর আপাতদৃষ্টিতে খোদা তা'লার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.) বলছেন- 'খোদা তা'লা খলীফা তৈরী করেন, তবে কিছু বিশৃঙ্খল পরায়ণ অনেক সময় খোদা নির্বাচিত খলীফাদের পদচ্যুত করার চেষ্টা অবশ্যই করে। এটিই সেই মহান দৃষ্টিভঙ্গি যা অনুধাবন করার পর কোনব্যক্তি খোদার কৃপায় খিলাফতের বিষয়ে হোঁচট খেতে পারে না। কিন্তু যেহেতু জগতের প্রতিটি ব্যবস্থাপনাই সাময়িক আর সচরাচর তা বিভিন্ন যুগে বিভক্ত হয়ে থাকে,তাই আঁ হযরত (সা.) মুসলমানদেরকে সতর্ক রাখতে এবিষয়টিও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তাঁর (মৃত্যুর) পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত একের পর এক নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকৃত খিলাফতের যুগ চলমান থাকবে।এরপর আত্মসাৎকারীরা শাসক হয়ে উঠবে এবং এরপর পরিস্থিতি ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে আধ্যাত্মিক খিলাফতের যুগ আসতে থাকবে। সবশেষে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের পর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের বাহ্যিক রূপ প্রতিষ্ঠিত হবে। (মুসনাদ আহমদ)

যেহেতু খিলাফত ব্যবস্থাপনা নবুয়তের ব্যবস্থাপনার অংশ এবং পরিপূরক এবং নবুয়তের খিদমত ও পূর্ণতা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে খিলাফত সম্পর্কিত আয়াতে এমন সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যা প্রকৃত খিলাফতকে মিথ্যা খিলাফত থেকে দিবালোকের ন্যায় পৃথক করে দেয়। যেমনটি বলা হয়েছে-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

অর্থ: তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার উপর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না; এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে,তাহারাই হইবে দৃষ্কৃতকারী।

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

এই আয়াতটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। সংক্ষিপ্ত ভাষায় এক ব্যাপক প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং সেই বর্ণনা অসাধারণ ভঙ্গিতে চিত্রায়িত করেছেন যা পৃথিবীতে কম বেশি প্রত্যেক নতুন খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় প্রকাশ পায়। প্রত্যেক নবী বা খলীফার মৃত্যু এক প্রকার মহা ভূমিকম্প সদৃশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক খলীফা এমন পরিস্থিতিতে খিলাফতের মসনদে পদার্পণ করে যখন মানুষের হৃদয়ে ভীতি বিরাজ করে এবং পরবর্তী ঘটনাক্রম সম্পর্কে ত্রস্ত থাকে। অতঃপর মানুষের চোখের সম্মুখে খোদা তা'লা এই আয়াতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বীয় তকদীরের গোপন তন্তুগুলিতে টান দিতে শুরু করেন এবং ভীতির দিনগুলিকে শান্তিতে পরিবর্তিত করে ক্রমে ক্রমে জামাতকে দুর্বলতা থেকে দৃঢ়তার দিকে বা সুদৃঢ় অবস্থা থেকে দৃঢ়তর অবস্থার দিকে পরিচালিত করেন এবং খলীফাগণ নিজেদের ধর্মীয় অবস্থা ও ধর্মীয় সেবা দ্বারা এই সত্যের উপর মোহর লাগিয়ে দেন যে খোদার ভালবাসা ও তাঁর সাহায্যের হাত তাদের সঙ্গে আছে আর এই ধারা বাহ্যিকরূপে সেই সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত, খোদার জ্ঞানে, নবী দ্বারা আনীত ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবীর মিশন পূর্ণতা ও দৃঢ়তা লাভ করে।

যেমনটি আমি উপরে বর্ণনা করেছি - বস্তুত খিলাফত ব্যবস্থাপনা নবুয়তের অংশ ও পরিপূরক যা প্রত্যেক আযিমুশশান নবীর যুগে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর পর তাঁর কাজের পূর্ণতার জন্য হযরত যশুয়া খলীফা হন এবং হযরত ঈসা (আ.) এর পর পিটার্স খলীফা হন আর আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হন। আর যেহেতু আঁ হযরত (সা.)-এর মিশন সকল নবীদের থেকে উৎকৃষ্টতর ও ব্যাপকতর ছিল, তাই তাঁর পরের খিলাফত ব্যবস্থাপনাও সব থেকে বেশি সুস্পষ্ট ও গৌরবান্বিত পন্থায় প্রকাশিত হয়েছে যার দেদীপ্যমান কিরণ আজও পৃথিবীকে আলোকিত করে চলেছে। বস্তুত নবুয়তের সঙ্গে যদি খিলাফত ব্যবস্থাপনা যুক্ত না হত তবে নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তা'লার উপর এই ভয়ানক অভিযোগ আরোপিত হত যে তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও সংশোধন সৃষ্টি করতে চাইলেন, কিন্তু এর জন্য এক ব্যক্তিকে কয়েক বছরের জীবন দেওয়ার পর তাকে মৃত্যু দিলেন আর সেই সাথে এই সংশোধনের ব্যবস্থাপনাকে সহস্তে ধ্বংস করে দিলেন। অর্থাৎ এটি একটি বুদবুদ ছিল যা সমুদ্রপৃষ্ঠে দেখা দিয়েছিল যা চিরতরে উচ্ছল জলতরঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে। سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

আমাদের সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় খোদা সেই খোদা যিনি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ কল্যাণকর বস্তুর অস্তিত্বও পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখেন এবং এর জন্য উপকরণ সৃষ্টি করেন, তিনি কি নবুয়তের ন্যায় অমূল্য রতন এবং একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আনীত শিক্ষামালাকে দমকা হাওয়ার ন্যায় পৃথিবীতে আনবেন এবং চোখের পলকে তা উধাও করে দিবেন অথচ এর মনমোহিনী ও জীবনদায়ী প্রভাবকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখতে নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা রাখবেন না! নিঃসন্দেহে এমনটা ক্রীড়াকৌতুকের বেশি মূল্য রাখে না। আর ক্রীড়া-কৌতুক শয়তানের কাজ, খোদার কাজ নয়। খোদা তা'লা যখন কোন কাজ করতে চান তখন তার গুরুত্ব ও ব্যপকতা অনুসারে তার জন্য উপকরণও প্রস্তুত রাখেন আর সেই কাজের ডান, বাম, উপর নীচ কে এমন লৌহ কারাগার দিয়ে সুদৃঢ় করে দেন যে, যতক্ষণ তাঁর অভিপ্রায় থাকে কোন কিছু তাকে বিচ্যুত করতে পারে না। এই কারণে খোদার রীতি হল বিশেষ বিশেষ আম্বিয়াদের পরে তাদের মিশনের দৃঢ়তার জন্য খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শুধু তাই নয় তাদের আবির্ভাবের পূর্বেও তাদের জন্য পথ নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে অগ্রদূত অর্থাৎ ভাবি গন্তব্যের নিদর্শন হিসেবে আবির্ভূত করে থাকেন যারা মানুষের মনোযোগকে সংস্কারকের প্রতি আকৃষ্ট করতে শুরু করে দেয়। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে হযরত এহিয়া অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্বে একাধিক ব্যক্তি একত্ববাদের দমকা বাতাস আত্মপ্রকাশ করেছে, যারা হুনাফা নামে অভিহিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পূর্বে সৈয়্যদ আহমদ সাহেব বারেলবী ঘুমিয়ে থাকা মানুষদের জাগাতে এসেছিলেন। মহা প্রজ্ঞাবান খোদা সম্পর্কে কি এমন প্রত্যাশা করা যায় যে তিনি নবীদের কয়েক বছরের জীবনের পর তাদের আনীত মিশনের কোন ব্যবস্থা না করেই তা ত্যাগ করতে পারেন এবং সেই বৃধ্বার উপমা হয়ে উঠতে পারেন যে কি না নিজের হাতে কাটা সুতোকে নিজেই ধ্বংস করে দেয়। আমি পুনরায় বলব- سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও যেহেতু পৃথিবীতে এক আযীমুশশান লক্ষ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নিজের মর্যাদা অনুসারে তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ ছায়ারূপ ছিলেন। এমনকি তিনি (আ.) নিজের কাজ ও মর্যাদাকে দৃষ্টিপটে রেখে বলেছেন-

يُدْفَنُ فِيْ مَعِيَ قَبْرِيْ অর্থাৎ মসীহ মওউদ আমার সঙ্গে আমার কবরে দফন হবে। অর্থাৎ পরকালে পরকালে তিনি আমার সহচার্য লাভ করবেন এবং তাঁকে আমার সঙ্গে রাখা হবে। তাই তাঁর খোদা প্রদত্ত মিশনের পূর্ণতার জন্যও তাঁর পর খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী ছিল। যেমন তিনি তিনি নিজের বই-পুস্তক ও মালফুযাতে একাধিক স্থানে এই ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এমনকি তাঁর একাধিক ইলহামেও এই ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত করার ভাবনায় কেবল একটি উদাহরণ দেওয়া যথেষ্ট মনে করছি আর এর মূল পাঠ্যাংশ যা তিনি আসন্ন মৃত্যুকে উপলব্ধি করে তাঁর অনুসারীদের জন্য উপদেশ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন-

আর এটা খোদাতা'লার সুন্নত (রীতি) এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদেরকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয়মন্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "খোদাতা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী থাকবেন।) 'গালাবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, যেহেতু রসূল ও নবীগণও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন যে, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কোন শক্তিই এরমোকাবিলা করতে সক্ষম না হয় সে অনুসারে খোদাতা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদাতা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিক ভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এরপর খোদাতা'লা নিজ কুদরতের অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোন কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলিও পূর্ণতা পায়।সংক্ষেপে, খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ- ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন ।

২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রুশক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতা'লার এ 'মু'জিযা' দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর

সময় হয়েছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমন ভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন । আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

অর্থাৎ- 'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন' -(সূরা নূর : ৫৬) ।হযরত মূসা (আ.) এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাণী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বণী ইসরাঈলের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাওরাতে উল্লেখ আছে, বণী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে চল্লিশ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিলো। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিলো।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেত আদিকাল থেকে আল্লাহতা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদাতা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেছেন :

-অর্থাৎ- 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দেবো' (অনুবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময় , তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন।

(আল ওসীয়্যত)

এই মূল পাঠ্যাংশ যেমন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না আর এই কথাগুলি ওসীয়ত হিসেবে লেখা হয়েছে। অথচ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে তাঁর পশ্চাতে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জামাতকে শেষ উপদেশ দান করেন এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও বিদ্বেষহীন মানুষ সহজেই অনুধাবন করতে পারে যে এই পাঠ্যাংশে নিম্নলিখিত বিষয় প্রমাণিত হয়।

১) খোদা তা'লা আম্বিয়াগণের কাজকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য দুই ধরণের শক্তিমত্তা প্রকাশ করেন। একটি হল নবীর যুগেই এবং দ্বিতীয়টি তাদের মৃত্যুর পর, যাতে তাদের মিশন এবং জামাতকে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রেখে উন্নতি এবং পূর্ণতা দান করেন।

২) দ্বিতীয় শক্তিমত্তা খিলাফত রূপে প্রকাশ পায়। যেমনটি আঁ হযরত (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সত্তায় তা প্রকাশিত হয়।

৩) এই খিলাফত ব্যবস্থাপনা, যা নবুয়তের ব্যবস্থাপনার অংশ ও পরিপূরক, খোদা তা'লার রীতি মেনে হয় এবং প্রত্যেক নবীর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে।

৪) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পরও এভাবেই দ্বিতীয় কুদরতের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। কেননা, যেমনটি তিনি স্বয়ং খোদা তা'লার এক মূর্তিমান কুদরত ছিলেন, তাই তাঁর পরে দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হিসেবে আরও কতিপয় ব্যক্তির আগমণ নির্ধারিত ছিল আর তাঁরা হযরত আবু বকর এর রূপে আত্মপ্রকাশ করা ভবিতব্য ছিল।

৫) নবীর পর আগমণকারী খলীফাগণ বাহ্যত মানুষের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও বস্তুত তাদের নিযুক্তিতে খোদার হাত ক্রিয়াশীল থাকে। প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লাই খলীফা তৈরী করেন।

৬) সূরা নূর এর খিলাফত সংক্রান্ত আয়াত খিলাফত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আর হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত এই আয়াত অনুসারেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পরের খিলাফতও এই আয়াতের অধীনে হওয়া নির্ধারিত ছিল।

এই ছয়টি বিষয় ছিল যা উপরের সূত্রগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় আর এই প্রমাণ উপস্থাপন এমন স্পষ্ট যে কোন বুদ্ধিমান ও বিদ্বেষহীন মানুষ তা অস্বীকার করতে পারবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ পরিবেশে এবং কিছু কিছু বিশেষ কাজে আঞ্জুমানের বিষয়ে লেখা এই উদ্ধৃতি, যেমনটি এর পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট, কথা এবং বর্ণনা ভঙ্গি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে- যে এগুলি প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই সব সংশয়পূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপন করা দুর্বুদ্ধি বা উন্মাদনাপূর্ণ কাজ ছাড়া কিছুই নয়। আর এটা যদি উন্মাদনা না হয় তবে নাউযুবিল্লাহ্ খোদা দ্বারা নিয়োজিত মসীহ উন্মাদ, কেননা তিনি একদিকে নিজের মিশনের পূর্ণতা এবং নিজের মৃত্যুর পরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খোদা তা'লার রীতি অনুসারে দুটি কুদরতের আবির্ভাবের উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, দ্বিতীয় কুদরত আবু বকরের পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়ে থাকে আর তিনি এতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট করেছেন যে তিনি খোদা তা'লার মূর্তিমান কুদরত এবং তাঁর পরে আরও কিছু ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। কিন্তু ঠিক এর পাশাপাশি সমস্ত নির্দেশ ভুলে আঞ্জুমানকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন! অথচ অথচ আঞ্জুমান তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর আঞ্জুমান যে অর্থে উত্তরাধিকার পাওয়ার কথা ছিল স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপস্থিতিতেই তার সূচনা হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে এমন উন্মাদনাপূর্ণ বিতর্ক জুড়ে দেওয়া পয়গামীদের পক্ষেই শোভা পায়। এমন উন্মাদনার কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত। তারা যদি কেবল এতটুকুই ভেবে দেখত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেখানেই খোদা প্রদত্ত মিশনের পূর্ণতা এবং জামাতের কাজ পরিচালনার উল্লেখ করেছেন, সেখানে কোথাও আঞ্জুমানের নাম উল্লেখ করেন নি, বরং খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দুটি কুদরতের নীতি বর্ণনা করে এবং উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে, এই কাজের জন্য খোদা তা'লা এমন ব্যবস্থাপনাই নির্ধারিত করেছেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি স্পষ্ট করেছেন যে এটি খোদা তা'লার একটি রীতি যা সমস্ত নবীর সময় প্রকাশিত হয়ে এসেছে, কখনও যার পরিবর্তন আসতে পারে না। পক্ষান্তরে খিলাফতের অধীন কিছু কাজের বিষয়ে আঞ্জুমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্পষ্ট শর্ত ও সীমারেখা নির্ধারণ করেন যে, এই আঞ্জুমানের জন্য সিলসিলা আহমদীয়ার নির্দেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক হবে। (আল ওসীয়্যত পুস্তিকা) অর্থাৎ খোদা তা'লা নির্ধারিত খলীফা এবং দ্বিতীয় কদরতের বিকাশস্থলের তত্ত্বধানে আঞ্জুমান কাজ করবে। এই ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণের মাঝে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ভাইদের জন্য কি হিদায়তের কোনও উপকরণ নেই? পরিতাপ।

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ

অতঃপর সর্বশক্তিমান ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী আমাদের মহান খোদা তা'লা খিলাফতের বিষয়ে কেবল পুঁথিগত ব্যাখ্যায় রেখে দেন নি, বরং স্বীয় শক্তিশালী কর্মসমূহের মধ্য দিয়ে এর সত্যতার প্রমাণের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর জামাতের মধ্যে যে সর্ববাদিসম্মত ঐক্যমত তৈরী হয় সেটি খিলাফত সংক্রান্ত বিষয়েই ছিল। আর খোদা তা'লা সেই মানুষদের হাতে এই ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন যারা বর্তমানে খিলাফতের অস্বীকারকারী হয়ে আঞ্জুমানের ধুয়ো তুলছে। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর তিরোধানের পর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার তদানীন্তন সচিব জনাব খওজা কামালুদ্দীন সাহেব্ আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রকাশ করেন-

"হুযুর (আ.) এর জানাযা কাদিয়ানে পড়ানোর পূর্বে আল ওসীয়ত পুস্তিকায় তাঁর ওসীয়ত এবং বর্তমানে কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কর্মকর্তা ও হযরত মসীহ

মওউদ (আ.)-এর নিকটজনদের পরামর্শ অনুসারে এবং হযরত উম্মুল মোমেনীন এর অনুমতিক্রমে কাদিয়ানে উপস্থিত জামাতের সমস্ত সদস্যবগ যাদের সংখ্যা সেই সময় বারোশ ছিল, হযরত হাজি জনাব হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব সাল্লামাহু কে তাঁর উত্তরাধিকারী তথা খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর হাতে বয়আত করেছে।"

(আল হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত ঘোষণা, ২৮ শে মে, ১৯০৮)

এটিই ছিল প্রথম সর্ববাদিসম্মত ঐক্যমত যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মৃত্যুর পর জামাতে সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সদস্যবর্গ (সেই আঞ্জুমান যাকে এখন খলীফার পরিবর্ত হিসেবে বলা হয়) এবং উপস্থিত জামাতের সমস্ত সদস্য অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা ঐক্যমত পোষণ করেছিল। সুতরাং এটা কেবল খোদার কথা ছিল না, বরং তাঁর শক্তিশালী কাজও খিলাফতের সত্যতার পক্ষে মোহর প্রমাণিত হয়েছে আর এখন কে আছে যে সেই মোহরকে ভঙ্গ করতে পারে?

যদি কারো মনে এমন ভাবনার উদ্রেক হয় যে এখন তো গণতন্ত্রের যুগ তাই কোন ব্যক্তিকেন্দ্রীক খিলাফতের পরিবর্তে আঞ্জুমান ব্যবস্থাপনা হওয়া উচিত, তবে এমন ভাবনা তার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা, প্রথম এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খোদার উপর ন্যস্ত, আমাদের বা অন্য কারোর উপর নয়। আর খোদা তা'লা যেভাবে চেয়েছেন এবং ভাল মনে করেছেন সেটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ তাছাড়া কি খোদা তা'লা এই যুগে নবুয়তের ব্যবস্থাপনাকে পাল্টে দিয়েছেন যার ফলে খিলাফতের ব্যবস্থাপনাকে পাল্টানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? এই গণতন্ত্রের যুগেও যদি খোদা তা'লা একজন ব্যক্তিকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত করেন আর এর পরিবর্তে কোন আঞ্জুমানকে প্রত্যাদিষ্ট না করে পাঠান তবে সেই খিলাফত ব্যবস্থাপনা,যেটা কি না সেই ব্যবস্থাপনারই সম্প্রসারণ, সেটা কিভাবে বদলাতে পারে? গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ইসলামী খিলাফতের মধ্যেও এক প্রকার গণতন্ত্রের আভাস রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত আপাতদৃষ্টিতে দেখা হলে মনে হয় খলীফা জামাতের নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত এর জন্য নির্দেশ আছে যে জামাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে যেন জামাতের পরামর্শ নেয় এবং যথাসম্ভব সেই পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। অর্থাৎ যদিও খিলাফতের আস্থা কেবল খোদা তা'লার উপর হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোন পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করা খোদার প্রতি আস্থার পরিপন্থী বিষয়। দুঃখের বিষয় নিন্দুকেরা এটুকুও ভেবে দেখল না যে খিলাফত কেবল একটি পরিচালন ব্যবস্থাপনা নয়, বরং খলীফাকে عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ নির্দেশ অনুসারে জামাতের জন্য আদর্শও হতে হয়। আর এর পাশাপাশি জামাতের নিষ্ঠা এবং ভালবাসার আবেগের সম্পর্কও জরুরী। তাই যুগ নির্বিশেষে খিলাফত অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রীক থাকবে। আমাদের শুভাকাঙ্খীরা যদি এই তত্ত্বটি অনুধাবন করতে পারত!

বিশেষভাবে দ্বিতীয় খিলাফত সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, এর দ্বারা আয়াতে ইসতেখলাফ এর অধীনে খোদা তা'লার কর্মগত সাক্ষী পরখ করুন এবং দেখুন যে এর মধ্যে সেই সব নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় কি না যেগুলি খোদ তা'লা সত্য খলীফা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। খোদা তা'লা কি স্বীয় শক্তিশালী কুদরত দ্বারা তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তিতে বদলে দেন নি? খোদা তা'লা কি এর মাধ্যমে জামাতকে স্থিরতা ও দৃঢ়তা দান করেন নি? এর মাধ্যমে কি প্রতি পদে খোদার সাহায্যের হাত দৃশ্যমান হয় না? আমাদের খলীফা কি এক সুউচ্চ ও সুদৃঢ় মিনারের ন্যায় খোদা তা'লার একত্ববাদের ধ্বজাবাহক নন? যদি এগুলির উত্তর ইতিবাচক হয় এবং অবশ্যই ইতিবাচক হবে, তবে আমাদের পাক মসীহরর এই পবিত্র বাণীকে স্মরণ রেখো- 'আমাদের খোদার কাজের বৈশিষ্ট্য হল-

'কুদরত সে আপনি জাত কা দেতা হ্যা হক কা সবুত/ উস বেনিশাঁ কি চেহরা নুমাঈ এহি তো হ্যায়।"

অর্থাৎ- কুদরতের মাধ্যমে নিজের সত্তার সত্যতার প্রমাণ দেয়/ সেই এটাই তো সেই নিরাকার সত্তার আত্মপ্রকাশ।

তোমরা হাজার হাজার দলিল প্রমাণ দাও আর হাজার মাথা ঠুকে মর, ঐশী তকদীর নিজের কাজ করে ফেলেছে। এখন কোন পিতার এমন সুপুত্র নেই যে কি না এটিকে বদলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। বৃক্ষ তার ফলে চেনা যায় আর খিলাফত ও আঞ্জুমানের ফল তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে।

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا
وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এটি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কি-ই বা বলার আছে?

****

ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী খিলাফতের সামঞ্জস্য

ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী এই দুই ধারায় খিলাফতের সামঞ্জস্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতদিয়েছে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝ থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববতীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন...(২৪ঃ৫৬)। হযরত মূসা (আ.) এর পর ইসরাঈলী ধারার শেষ খলীফা চৌদ্দ শতাব্দীতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মসীহ্ নাসেরী। তুলনামূলকভাবে এই উম্মতের মসীহ্রও চৌদ্দ শতাব্দীতে আসা আবশ্যক ছিল। দিব্যদর্শনকারীগণও এই শতাব্দীকে মসীহ্র আবির্ভাবের যুগ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব এবং আহলে হাদীস সম্প্রদায়- সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ছোট ও বড় লক্ষণাবলী একরকম পূর্ণ হয়ে গেছে।... অর্থাৎ মসীহ্র অবতরণের সময় খ্রিষ্টানদের বিজয় ও ক্রুশের উপাসনা প্রাধান্য পাবে। অতএব এটা কি সেই যুগ নয়? খ্রিষ্টান-পাদ্রীদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত কোথাও এর দৃষ্টান্ত আছে কি? প্রতিটি দেশে বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছে, এমন কোন মুসলমানের বংশ নেই যেখান থেকে দু'এক ওদের হাতে চলে না গিয়েছে। মোটকথা আগমনকারীর যুগ ক্রুশের উপাসনার প্রাধান্যের যুগ হবে। এখন যে অবস্থা, এর বেশি আর কী প্রাধান্য হবে। জীবজন্তুর ন্যায় ইসলামের প্রতি কীরূপ বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ করা হয়েছে! বিরুদ্ধবাদীদের এমন কোনো সম্প্রদায় আছে কি যারা বর্বরদের ন্যায় মহানবী (সা.)-কে নিয়ে নেহায়েত অশ্লীল ভাষায় গালি না দিয়েছে? এটা যদি আগমনকারীর সময় না হয়ে থাকে, শিঘ্রই একশত' বৎসরের মধ্যে তাকে আসতেই হবে। কারণ, তিনি হলেন যুগের মুজাদ্দিদ- যার আগমন শতাব্দীর শুরুতে হয়ে থাকে। বর্তমানে ইসলামে এরূপ আরও কোন শক্তি আছে কি যারা একশ' বছর পর্যন্ত পাদ্রীদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের মোকাবিলা করতে সক্ষম? প্রকৃত বিষয় হল, ওদের প্রাধান্য চরমে পৌঁছে গেছে এবং আগমনকারী এসে গেছেন। এখন তিনি পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণে দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন, কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর হাতে বিভিন্ন মতবাদ ধ্বংস হবে- কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়।

(মালফুযাত: প্রথম খণ্ড)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধবংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধবংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন:

খোদা তা'লা আমাকে একাধারে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে মহাসম্মানে ভূষিত করবেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে আমার ভালবাসা প্রোথিত করে দিবেন এবং আমার জামা'তকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন। সকল সম্প্রদায়ের ওপর আমার জামা'তকে তিনি জয়যুক্ত করবেন। আর আমার জামা'তের সদস্যরা জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে যার ফলে তারা নিজেদের সততার জ্যোতি এবং দলিল-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর আলোকে সবাইকে নির্বাক করে দিবে। সব জাতি এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে। এ জামা'ত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর বিস্তৃতি লাভ করতে করতে পুরো বিশ্বে ছেয়ে যাবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, অনেক পরীক্ষাও দেখা দিবে কিন্তু আল্লাহ্ এসব প্রতিবন্ধকতাকে মাঝখান থেকে অপসারণ করে দিবেন এবং তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।অতএব হে তোমরা যারা শুনছ! এসব কথাকে ভালভাবে স্মরণ রেখ এবং এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজেদের সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রেখ কেননা এটি খোদা তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, বিংশতম খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১০)

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর

খুতবা ও ভাষণসমূহের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মূল-*মুনীর আহমদ খাদিম, এডিশিন্যাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, জুনুবী হিন্দ*

অনুবাদ: আবু সোহান মণ্ডল, মুরুব্বী সিলসিলা

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (انفال:25)

অর্থাৎ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ
وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (الرعد:19)

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় (তাহাদের জন্য স্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্তা এমন হইবে যে, (ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা (নিশ্চয় তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য) সব কিছুই মুক্তি-হিসেবে পেশ করিয়া দিত। ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত) রহিয়াছে, এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল! (আর রাদ: ১৯)

সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং সুধী শ্রোতাবৃন্দ! যেমনটি আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে, আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল-

'হুযুর (আই.)-এর খুতবা ও অন্যান্য বক্তব্য থেকে লাভবান হওয়ার গুরুত্ব ও কল্যাণ"।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আমরা হলাম সেই সৌভাগ্যবান জামাত যারা আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় এ যুগে নবী করীম (সা.)এ আদেশ অনুযায়ী ইমাম মাহমদী ও মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার এবং 'খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুয়্যত' এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করছি। ইমাম মাহদী (আ.) হলেন সেই সম্মানিত সত্তা যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সে নবী করীম (সা.)-এর জিল্ল অর্থাৎ তাঁর অনুরূপ হবেন। সূরা জুমআতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

(সূরা জুমআ, আয়াত: ৩)

এর ঠিক পরের আয়াতে বলেছেন, নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যেমন হয়েছিল ঠিক পরবর্তী যুগেও ছায়াস্বরূপ তাঁর আবির্ভাগ ঘটবে এবং সেই সময়ও তাঁর এটিই কাজ হবে। বলেছেন-

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (জুমআ:৪)

সুতরাং ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা.) এর আবির্ভবের নামান্তর মাত্র এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর কাজ সেটাই যেটা নবী করীম (সা.) এর প্রথম আবির্ভাবের সময় ছিল । অর্থাৎ আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা , হৃদয়কে পবিত্র করা, কিতাব শিক্ষা দেওয়া এবং তার নিগূঢ় প্রজ্ঞা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। পূর্বের বুজুর্গরাও এই একই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আগমণকারী মাহদীর মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর জ্যোতির বিকাশ ঘটবে। সুতরাং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দিস দেহেলবী তার নিজ পুস্তক 'আল খায়রুল কাসীর'এ লিখেছেন যে, মসীহ মওউদ এই বিষয়ের প্রত হক রাখে যে, তাঁর মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর জ্যোতির বিকাশ ঘটুক। সাধারণ লোকেরা এটি মনে করে যে, যখন মসীহ অবতীর্ণ হবেন তখন তিনি একজন সাধারণ উম্মতি হবেন। কিন্তু এটি কখননোই হতে পারে না। কেননা তিনি মোহাম্মদ (সা.)-এর গুণে গুণান্বিত এবং তার প্রকৃত জিল্ল বা ছায়া হবেন।

(খুতবা জুমআ, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.), ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৫)

সুধী শ্রোতাবন্দ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যুগ ইমামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তার মধ্যে একটি হল জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার প্রেরিত খলীফার মধ্যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণতা দান করবেন। যেমন তিনি বলেন-

'জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা, যাহা ইমামের জন্য জরুরী এবং অপরিহার্য একটি গুণ। যেহেতু ইমামতের তাৎপর্য সকল সত্য, তত্ত্ব-জ্ঞানে, প্রেমের আবশ্যকীয় উপাদানে, সততা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী হওয়া- সেই হেতু তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তিকে এই পথে নিয়োগ করেন এবং رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত করিয়া দাও'। (সূরা তহা, ১১৫) প্রার্থনায় সকল সময় রত থাকেন। তাঁহার অনুভূতি এবং জ্ঞান এই বিষয়সমূহের জ ন্য প্রথম হইতেই যোগ্য-প্রতিভাসম্পন্ন হয়। এইজন্য খোদা তা'লার মেহেরবানীতে তাঁহাকে ঐশী জ্ঞানে গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করা হইয়া থাকে। কুরআনের জ্ঞান, কল্যাণ বিতরণের উৎকর্ষ এবং অখণ্ডনীয় যুক্তিতে তাঁহার যুগে কেহই তাঁহার সমকক্ষ থাকে না। তাঁহার সঠিক সিদ্ধান্তের আলোকে সকলের জ্ঞানের সংশোধান হয়। ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে যদি কাহারও মত তাঁহার অভিমতের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভিমতই গ্রহণীয়, যেহেতু অন্তদৃষ্টির আলো তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান জানিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এরূপ আলো ঐ উজ্জ্বল কিরণ সহকারে অপর কাহাকেও দেওয়া হয় না। وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাহাকে চাহেন দান করিয়া থাকেন। (সূরা জুমআ: ৫)

অতএব, মুরগী যেভাবে আপনার ডানার নীচে ডিমগুলিকে তা দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়া তোলে এবং স্বীয় ডানার আশ্রয় তলে উহাদিগকে রাখিয়া আপন স্বভাব উহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয় তদ্রূপ ঐ ব্যক্তি তাঁহার সাহচর্য অবলম্বনকারীদেরকে স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া তোলেন এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে অগ্রগামী করেন।

যুগ ইমামকে পবিত্র ইসলামের রক্ষক বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হইতে এই বাগানের মালী বানানো হয়। সকল প্রকার আপত্তি খণ্ডন করা এবং সকল বিরুদ্ধবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। শুধু ইহাই নহে। আপত্তি খণ্ডন করা ছাড়াও ইসলামের গুণাবলী ও সৌন্দর্য জগতেদ প্রকাশ করা ও প্রচার করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। অতএব, এইরূপ ব্যক্তি সম্মানের উপযুক্ত পাত্র এবং দুর্লভ পরশ মণি তুল্য, কেননা তাঁহার অস্তিত্ব হইতেই ইসলামের বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং তিনি ইসলামের জন্য এক গৌরব ও মানবজাতির জন্য খোদা তা'লার (অস্তিত্বের) অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ। তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া, কাহারও জন্য বৈধ নহে; কারণ তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা ও আদেশানুারে ইসসলামের ইজ্জতের অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ধর্মের সকল ঔৎকর্ষের বেষ্টনীস্বরূপ। ইসলাম ও কুফরীর প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই কাজে আসেন এবং তাঁহারই পবিত্র নিঃশ্বাস। (অর্থাৎ দোয়া ও অমৃতবাণী) অধর্মের বিলোপ সাধন করে। তিনিই পূর্ণ এবং বাকী সকলে তাঁহার অংশস্বরূপ।"

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪৭৯-৪৮১)

এর দ্বারা আমরা এটি বুঝতে পারি যে, এই যুগে খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুয়্যত অর্থাৎ নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত এর মাধ্যমে প্রকাশিত আদেশ ও বিধিমালার গুরুত্ব কতটা।

এই খেলাফত সম্বন্ধেই স্বয়ং নবী করীম (সা.) বলেছিলেন যে, এই খিলাফত নবুয়তের পদ্ধতিতে সূচিত হবে। সুতরাং এই কারণেই এই খিলাফত তার নিজস্ব মর্যাদা ও উচ্চতার কারণে সমস্ত প্রকারের বরকত নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই খেলাফতকে আল্লাহ্ তা'লার কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় ঐশী বিকাশ আখ্যায়িত করে জামাতকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার এর মাধ্যমে জামাতকে অভূতপূর্ব উন্নতি ও বরকত দান করবেন এবং ইসলামের বিজয় এই খিলাফতের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। সুতরাং তিনি (আ.) বলেন, 'তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী এবং এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব খোদা তা'লা তোমাদের জ ন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন- 'আমি তোমার অনুবর্তী জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য

দিব।'

সুতরাং খিলাফতে আহমদীয়া হলো সেই দ্বিতীয় কুদরত যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের অনুগামীদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠিত থাকা ও বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। এবং এই বিজয়ের জন্য আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এটিই যে, আমরা যেন যুগ খলীফার সমস্ত আদেশ ও নিষেধাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করি কেননা এটিই হলে সেই দুধ যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়েছে এবং যার সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি ইলহামও হয়েছে যেন আমরা সেটিকে সর্বদা স্মরণ রাখি।

সুধী শ্রোতাবর্গ! আল্লাহ্ ত'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহাম করে জানিয়েছেন যে, 'আকাশ থেকে অনেক দুধ বর্ষিত হয়েছে সেটিকে সংরক্ষণ করো।"

(তাযকিরাহ, পৃ: ৫৫৮)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এটিই হলো আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার দুধ। তিনি পুনরায় বলেন-

يا احمد فَاضَتِ الرحمة على شفتيك

كلام أُفصحت من لدن ربّ كريم

অর্থাৎ হে আহমদ! তোমার কথার মাধ্যমে রহমত বর্ষিত হচ্ছে এবং তোমার কথায় খোদার পক্ষ থেকে বাগ্মিতা দান করা হয়েছে।

(তাযকিরাহ, পৃ: ৫৫৮)

এটিই হল সেই দুধ ও রহমত যা কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরতের উৎসস্থলের দ্বারা আমাদের পর্যন্ত পোঁছাচ্ছে। এবং এটিই হল সেই আসমানী দুধ ১০০ বছর এর বেশি সময় ধরে আমাদের ও অন্যান্যদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। অতএব, আহমদীয়া মুসলিম জামাতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম খেলাফত থেকে পঞ্চম খেলাফত পর্যন্ত আমরা যদি দেখি তাহলে তাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই দুধ কেবলমাত্র প্রত্যেক খেলাফতের যুগে বর্ষিত হয়ে নি তেমনটি নয় বরং প্রত্যেক খিলাফতের যুগে বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে এই আসমানী বৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীকে যুগের অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণমণ্ডিত করেছে। এবং এই বৃষ্টি আন্তজাতিক পরিমণ্ডলেও বর্ষিত হয়েছে এবং পৃথিবীর রাজ বাদশাহদেরকেও দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং তাদেরকে শাসনব্যবস্থা শিখিয়েছে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে তাদেরকে তাদের কর্তব্যের প্রতি জাগরুক করা হয়েছে এবং অন্যদিকে পৃথিবীর সমস্ত প্রকারের জ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা হোক সে অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিদ অথবা বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা ভূ-বিজ্ঞানী বা ঐহিহাসিক অথবা ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যে হোক না কেন তাদের সবাইকে দিকনির্দেশনা দান করেছে। এবং প্রত্যেক প্রকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রথম খলীফা সাহেবের পুস্তক 'তাসদীক বারাহীনে আহমদীয়া' এবং তাঁর দরসুল কুরআন ও চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর পুস্তকাবলী। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য ও তফসীরুল কুরআন, তফসীরে কবীর, ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম, দাওয়াতুল আমীর প্রভৃতি বক্তব্য ও পুস্তক। তৃতীয় খলীফা সাহেবের বায়তুল্লাহ্ শরীফের পুনর্গনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পৃথিবীবাসীকে দিকনির্দেশনা এবং অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণ সম্পর্কিত বক্তব্য এবং পাকিস্তান সরকারের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কুফল এবং এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা সম্পর্কিত বক্তব্য এবং ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য এবং প্রত্যেক প্রকারের দিক-নির্দেশনা। এবং চতুর্থ খলীফা সাহেবের বিজ্ঞানভিত্তিক কুরআনের তফসীর, মজলিসে ইরফানের মত আলোচনা অনুষ্ঠান এবং হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে তার ক্লাস ও তার মাধ্যমে পৃথিবী বাসীর উপকার সাধন করা ইত্যাদি। এবং পঞ্চম খলীফা সাহেবে (আই.) এর ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কিত গভীর তত্ত্ব এবং খুতবা জুমআয় তাদের বর্ণনা এবং পৃথিবীর বড় বড় নেতাদেরকে চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে শান্তির দিকে আহ্বান করা এবং বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের শান্তির শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ক্লাস ও খুতবার মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের তরবীয়ত করা এবং তাদেরকে বয়আতের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে আহবান করা ইত্যাদি জিনিসগুলো সেই দুধ যা সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে ইলহাম করে জানানো হয়েছিল যে, আকাশ থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ বর্ষিত হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ কর। এটিই হল সেই রহমতের বাক্যধারা যা পূর্বে প্রথম কুদরতের বিকাশ স্থলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এযুগে অনবরথ দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থলদের উপর অবতীর্ণ হচ্ছে।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আল্লাহ্ তা'লা এই পবিত্রাত্মাকে যা কুদরতে উলা বা প্রথম কদরত এবং কুদরতে সানিয়া বা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থলের উপর অবতীর্ণ করেছেন আমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং মুমিনদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, যখনই আল্লাহ্র কোন রসুল আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত করার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করে তখন তোমরা তার ডাকে সাড়া দেবে এবং তার আদেশাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার চেষ্টা করবে।

তিনি বলেন, 'যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে) ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সম পরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয় (নিজদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য) সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসেবে পেশ করিয়া দিত। ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত) রহিয়াছে, এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। বস্তুত উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

(সূরা রাআদ: ১৯)

অতএব, ভাইসকল! যুগ খলীফার বাণী শোনা এবং কেবলমাত্র শোনা নয় বরং তা শোনার জন্য হৃদয়ে ব্যকুলতার সৃষ্টি হওয়া একজন মুমিমেনর সুন্নত যা অবশেষে তাকে চিরস্থায়ী সুখ ও পরিত্রাণ দান করে এবং তার প্রজন্ম এই প্রস্রবণ থেকে সর্বদা কলাণ লাভ করতে থাকে। যুগ খলীফার আদেশাবলীকে মান্য করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে মুসলেহ মউদ (রা.)এর এই উক্তি সর্বদা সামনে রাখা উচিত যে, 'খোদা ত া'লা যে ব্যক্তিকে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন তাকে যুগ অনুযায়ী জ্ঞান দান করা হয় এবং নিজস্ব গুণে গুণান্বিত করে। " (আল ফুরকান, মে-জুন ১৯৬৭) তিনি পুনরায় বলেন, 'খিলাফতের অর্থ এটিই যে, যে মুহূর্তে খলীফার মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে সমস্ত স্কীম, সমস্ত প্রস্তাব ও সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টাই কল্যাণপ্রসু হবে যা কিনা খলীফায়ে ওয়াক্ত এর পক্ষ থেকে আদেশ হিসেবে এসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই স্পৃহা জামাতের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত খুতবা বেকার, সমস্ত স্কীম নিষ্ফল ও সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ।"

(আল ফযল, ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৩৬)

অতএব যুগ খলীফার সমস্ত আদেশ একজন মুমিনের জন্য জীবন স্বরূপ এবং তাকে শ্রবণ করা ও তার উপর আমল করার কারণে সেই চিরন্তন জীবন লাভ হয়।

এজন্যই হুযুর (আই.) আমাদের ভারতবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চারটি আদেশ দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি আদেশ ছিল যে, হুযুরের জুমআর খুতবা লাইভ শোনা এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকেও শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা। হুযুরের খুতবা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এ ইলহাম অনুযায়ী সেই দুধ যা আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করছেন। আলহামদু লিল্লাহ। এই দুধ প্রত্যেক জুমআর দিন সমস্ত ঘরে পোঁছে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: 'এই আল্লাহর রহমত যে তিনি সময়ের দূরত্ব সত্ত্বেও এমটিএর মাধ্যমে জামাত ও খিলাফতের সম্পর্ককে সংযুক্ত করেছেন। এজন্য আমার খুতবা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত শুনুন। আমি লক্ষ্য করেছি যে, কিছু কর্মকর্তা নিয়মিত খুতবা শোনেন না। সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আমি এইসব খুতবা দেওয়ার চেষ্টা করি, এজন্য নিজেদেরকে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত রাখুন যেন পৃথিবীবাসী আমাদের জামাতের শিক্ষার একাত্মতাকে জানতে পারে।"

(খুতবা জুমআ, ২৭ শে সেপ্টম্বর, ২০১৩)

এই সমস্ত খুতবা যা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে কখনও তার মধ্যে চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় আবার কখনও বা ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মসজিদের আদব ও গুরুত্ব, বিভিন্ন প্রকারের চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কে যেমন অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা করা, নিজের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করা, আতিথেয়তা করা, ধৈর্য, আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ,শান্তি ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, বয়আতের উদ্দেশ্যাবলী, আনুগত্যের বরকত, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও তার সুফল, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর উপর আলোচনা, নবী করীম (সা.) ও ইমাম মাহদী (আ.) এর চরিত্রের উপর আরোপিত আপত্তিসমূহের খণ্ডন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম বিশ্বাস, বিরোধীতা ও পরীক্ষার সময় আহমদীয়া জামাতের ধৈর্যের নমুনা, দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র পন্থা, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের ধন-সম্পদ ও প্রাণের কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী, জামাতের বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কে খুতবা ও অন্যান্য বক্তব্য, জামাতের পদাধিকারীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-

(এরপর ২০ পাতায়.....)

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সতর্কবাণী

মূল–কে তারিক আহমদ, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত ও ইনচার্জ নুরুল ইসলাম বিভাগ,

অনুবাদ: জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ, বাংলা ডেস্ক

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا
مِنْ بَشِيرٍ وَّلَا نَذِيرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ:20)

হে আহলে কিতাবগণ! রসুলদের দীর্ঘ বিরতির পর, আমাদের সেই রসুল অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছেন, যিনি খোলাখুলি (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি) ব্যখ্যা করেছেন যাতে তোমরা বলতে না পার যে আমাদের নিকট বশির বা নাযির আসেন নি। নিশ্চয় বশীর ও নাযির তোমাদের নিকট এসেছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তার উপর চিরন্তন ক্ষমতা রাখেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন–

'দেখো! আজ আমি বলে দিলাম। পৃথিবীও শোনে আর আকাশও শোনে। যে কেউ ধার্মিকতা ত্যাগ করে দুষ্টুতার পথ অবলম্বন করে, এবং যারা তার পাপাচারে পৃথিবীকে কলুষিত করে, তারা ধরা পড়বে। খোদা তা'লা বলেছেন যে আমার ক্রোধ পৃথিবীতে আসার সময় সন্নিকটে কারণ পৃথিবী মন্দ ও পাপে পরিপূর্ণ।

তাই উঠুন এবং সতর্ক হোন যে সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, যার সংবাদ পূর্ববতী নবীরা দিয়েছিল। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি যে, এই সমস্ত কিছুই তাঁর কাছ থেকে এসেছে, আমার কাছ থেক নয়। হায় যদি এসব কথা সুধারণার সাথে দেখা হতো! আর আমি যদি তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হতাম তবে হয়তো পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত। এটা আমার কোন সাধারণ লেখা নয়। রয়েছে আন্তরিক সহানুভূতিতে ভরা ধ্বনি। আপনি যদি নিজেকে পরিবর্তন করেন এবং সমস্ত প্রকার মন্দ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন তবে আপনি রক্ষা পাবেন। কারণ খোদা হলেন একাধারে কোমল তেমনই তিনি পরাক্রমীও। আর যদি তোমাদের একটি অংশেরও সংশোধন হয়, তবে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। নইলে এমন দিন আসন্ন যেদিন এটা মানুষকে উন্মাদ করে দিবে।

হতাভাগা অজ্ঞরা বলবে এসব মিথ্যা। আফসোস সে এত ঘুমায় কেন! সূর্য উঠতে চলেছে। মানুষ যদি অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে তাহলে তার দোষ কি? সৃষ্টিবাদের প্রতি অনুরক্ত না হওয়ার তার ক্ষতি কোথায়? অগ্নি সংযুক্ত হয়েছে, এখন উঠে অশ্রু জলে এ আগুন নির্বাপিত কর। এত বেশি ক্ষমা চাও যে মনে হয় যেন মরেই যাচ্ছ। যাতে সেই দয়াবান খোদা আপনার উপর রহম করেন। আমীন।"

(ইশতেহার আল আনযার, প্রকাশ, কাদিয়ান, (মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২২-৫২৪)

অনুতপ্ত হও যাতে তোমার উপর করুণা হয়/ শীঘ্রই সততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করুন/ এমন মুহূর্ত মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে/ যার দ্বারা কিয়ামত স্মরণ আসবে/এটি আমাকে আমার প্রভু অবগত করেছেন/ অতএব মহান সেই সত্তা যে আমার শত্রুদের অবমাননা করেছেন।

আপনারা এযুগের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী মসীহ ও মাহদীর এই লোমহর্ষক সতর্কবাণী শুনলেন। বিশ্বে আজ এক নিশ্চয়তা ও আতঙ্কের পরিবেশ এবং যুদ্ধের মেঘ ঘোরাফেরা করচে। অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সাথে এই সময়ে মানবতার শান্তি ও প্রশান্তির এই প্রয়োজনীয়তা হয়তো আগে কখনও ছিল না। দুই বিশ্বযুদ্ধ ও লক্ষাধিক মানুষের রক্তও বিশ্বশক্তিগুলোকে শান্তির গুরুত্ব বোঝাতে পারে নি, ফলতঃ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় জনশান্তি প্রচেষ্টার পরিবর্তে অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রচারের কাজ করে চলেছে বিশ্ব। আমরা যদি শুধু গত এক দশকের পরিসংখ্যন দেখি, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে, অসংখ্য আহত হয়েছে এবং চিরতের পঙ্গু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে যাদের দুর্ভোগ আজ পর্যন্ত মেটানো যায় নি। ট্রাজেডি হল বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর এই বিষয়ে কোন মাধা ব্যাথা নেই। এই প্রেক্ষাপটে, পৃথিবীতে একজন পবিত্র সত্তা যিনি মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ সেবাপ্রদানকারী ও দোয়াকারী একজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব যুগ খলীফা বিদ্যমান।

কঠিন মুহূর্ত আগত,সময় ঘনিয়ে এসেছে/ দেখুন মসীহর সন্তান কতক্ষণ ধরে জাগ্রত।

উপস্থিতবৃন্দ! বিশ্ব সংকটের এই বেদনাদায়ক সময়ে মহান আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও রহমত আমাদের উপর খিলাফত হাক্কা ইসলামিয়া আহমদীয়া নামে তার ছায়া অবতীর্ণ করেছে এবং মহান আল্লাহ্র অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গীন বাস্তবায়ন আমরা আহমদীরা সার্বিকভাবে প্রতিটা মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে চলেছি।

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন শান্তি দান করবেন, এবং অবশ্যই তাদের ভয়ের অবস্থার পর তাদের শান্তির অবস্থায় পরিবর্তন করবেন।

প্রতিটি সমস্যায় তার নিকট সহজসাধ্য/ এবং একমাত্র অজ্ঞরাই তাকে এড়িয়ে চলে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, মুমিনের অন্তদৃষ্টিকে ভয় কর, কারণ সে আল্লাহ্র নূর দিয়ে দেখে। যদি একজন সাধারণ মুমিনের এই অবস্থা হয়,তাহলে হযরত আমীরুল মোমেনীনের মর্যাদা কি হবে? আজ থেকে ১৫ বছর আগে পৃথিবী যখন অলস স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল, সেই সময় থেকে হুযুর (আই.) এ বিপদের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে আসছেন।

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ – আপনারা আগুনের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং খুবই আন্তরিক চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا যাতে এই আগুন থেকে আপনাদের মুক্ত করতে পারেন।

আজ বিশ্বে জনশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য খিলাফতে আহমদীয়া যে পরিমাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার কোন নজির নেই। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) হলেন মহান আল্লাহর সেই সত্তা, যিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে দেশবাসীকে শুধু সতর্ক ও সাবধানই করছেন না, বিশ্বকে এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর জন্য আন্তরিক উপদেশও প্রদান করে যাচ্ছেন। শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্মিলনের প্রচেষ্টায় রত তিনিই একমাত্র বিশ্বনেতা এবং আমরা তাঁর অনুসারী হতে পেরে ভাগ্যবান। কিন্তু যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য তিনি একই বেদনা রাখেন এবং তাদের জন্যও দোয়া করেন।

এখন কিছু কিছু জায়গায় বিশ্লেষকরাও বলছেন, যুদ্ধের আকারে যে ধ্বংযজ্ঞ হবে তা এতটাই ভয়াবন হবে যে, একটি পরিসংখ্যন অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী দুই বছরে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কারণে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। এমন বিনাশলীলা ও ধ্বংসযজ্ঞ হবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। একজন সাধারণ মানুষ এটা ভাবতেও পারে না। অতএব খুবই ভীতিকর পরিস্থিতি বিদ্যমান।

আজ যখন বিশ্ব শান্তি কামনা করছে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মেঘ বাতাসে আনাগোনা করছে, তখন শান্তির এই রাজপুত্র বিশ্ববাসীকে বারবার শান্তির আহ্বান জানাচ্ছেন এবং বলছেন:

'আন্তরিকভাবে আমার কাছে আসুন, এরই মধ্যে কল্যাণ নিহিত/ সর্বত্র হিংস্র শ্বাপদেরা ঘোরাফেরা করছে, আমি হলাম নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ।

হুযুর আনোয়ার খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন তাঁর খুতবার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে সমস্যাগুলো তুলে ধরেন, বিশেস করে জামাতের ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণভাবে সকল আলেমদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং ইসলামের শান্তি ও সম্প্রীতির অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে জামাতের বন্ধুদের পরামর্শ প্রদান করেন। আর সমস্যার সমাধানের জন্য বহুবার দোয়ার আহ্বান করেন। এরই সাথে তিনি মুসলিম উম্মাহ ও বৃহৎ শক্তিগুলিকেও সতর্ক করেছেন এবং এসব বিসয়ে তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে হুযুর আনোয়অর কোন একক অঞ্চলের কথা বলেন নি, সে সমস্যা জর্জরিত এশিয়ার দেশগুলি হোক কিম্বা ইউরোপীয় দেশগুলির বিপদ, আফ্রিকার দেশগুলিতে বিদ্যমান উদ্বেগ হোক কিম্বা আরব বিশ্বের শাসক শ্রেণীর প্রতি অসন্তোষ। হুযুর আনোয়ার (আই.) সময়ে সময়ে প্রতিটি স্থানের সমস্যার কথা উল্লেখ করে তাদের পথ প্রদর্শন করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুদ্ধের পরিস্থিতি দ্রুত তীব্রতর হচ্ছে এবং ইসরায়েলী সরকার ও বড় শক্তিগুলো যে নীতি অনুসরণ করছে তা বিশ্বযুদ্ধের দিকে দিয়ে যাচ্ছে। কিছু ইসলামী দেশের নেতারা, রাশিয়া, চীন এবং পশ্চিমা বিশ্লেষকও এখন প্রকাশ্যে বলতে এবং লিখতে শুরু করেছেন যে এই যুদ্ধের পরিধি এখন বিস্তৃত হচ্ছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি নীতি গ্রহণ না করা হলে বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য। খবর সবই আসছে, পুরো

পরিস্থিতি আপনাদের সবার সমানে,তাই আহমদীদের উচিত দোয়ার উপর জোর দেওয়া। প্রত্যেক নামাযে একটি সিজদা বা অন্তত কোন একটি নামাযে একটি সিজদা অবশ্যই এর জন্য করা উচিত এবং এর মধ্যে দোয়া করা উচিত।

(খুতবা জুমআ, ১০ নভেম্বর, ২০২৩)

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হুযুর আনোয়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার একটি বড় অংশ তাঁর বিভিন্ন দেশে সফর। এসব সফরে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, কাউন্সিলর, মেয়র, চিকিৎসক, অধ্যাপক, আইনজীবি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বৈঠকের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী শান্তির বার্তা পোঁছে দেন। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অর্থনীতি, পরিবেশ দূষণ,সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার মত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) এর এই উপদেশমূলক ও উদ্বেগমূলক ভাষণগুলি থেকে মাত্র দুটি উদ্ধৃতি পেশ করছি, যেখানে হুযুর আনোয়ার বেদনাদতর উপদেশ প্রদান করেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন-

"আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে যখন মানুষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর রায় প্রকাশ করার জন্য মানুষের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং মানুষকে তাঁর অনুসরণ করতে এবং মানবাধিকার পূরণ করতে বাধ্য করেন। দুনিয়ার মানুষদের জন্য নিজেরাই এ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগী হওয়া অনেক ভাল, কারণ আল্লাহ্ তা'লা যখন এ ধরণের কাজ করতে বাধ্য হন,তখন তাঁর ক্রোধ মানুষকে সবচেয়ে ভয়ানকভাবে পাকড়াও করে। সুতরাং, এই ভয়ানক গ্রেফতার আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আকারে আবির্ভূত হতে পারে। আর এটা সত্য যে, আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ এবং এর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পরিণতি শুধু এই যুগে বা বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এর ভয়াবহ পরিণতি এবং এর প্রভাব নবজাতক ও ভবিষ্যতে জন্মানেওয়া শিশুদের উপরও পড়বে। বর্তশান আধুনিক অস্ত্রগুলি এতটাই ধ্বংসাত্মক যে তারা ভবিষ্যতে জন্ম নেওয়া বহু প্রজন্মের শরীরে ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে।

যদি একজন মানুষকে গুলি করা হয়, তবে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু যদি একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়, যারা এর গ্রাসে পড়বে তারা এত সৌভাগ্যবান হবে না। এর বিপরীতে, আমরা দেখব যে মানুষ হঠাৎ মরতে শুরু করবে এবং এক জায়গায় জমে যাবে। তাদের চামড়া গলতে শুরু করবে। পানীয় জল, খাদ্য ও শাকসবজি সবই বিষাক্ত হয়ে উঠবে। এমনকি যেসব জায়গায় সেখানে সরাসরি যুদ্ধ হবে না এবং যেখানে যুদ্ধের প্রভাব কম হবে, সেখঅনেও পরমাণু রোগের ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নানা ধরণের বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

এতদ্সত্বেও আজ কিছু স্বার্থান্বেষী ও মূর্খ মানুষ তাদের উদ্ভাবন নিয়ে খুবই গর্বিত এবং তারা যা আবিষ্কার করেছে তা বিশ্ব ধ্বংরে জন্য উপহার হিসেবে উপস্থাপন করে চলেছে।

একটা ধারণা অনুসারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৬২ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে আনুমানিক ৪০ মিলিয়ন বেসামরিক মানুষ ছিল। এতে দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর চেয়ে বেসামরিক মানুষই বেশি নিহত হয়। এই ধরণের ধ্বংসযজ্ঞ যা জাপান ছাড়া অন্য সব জায়গায় প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতেই এই যুদ্ধে ১.৬ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল।

তাই বড় শক্তিগুলো যদি সুষ্ঠভাবে কাজ না করে এবং ছোট দেশগুলোর হতাশা দূর না করে এবং এ দিকে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় তাহলে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রয়ণের বাইরে চলে যাবে এবং এর পরে যে ধ্বংসযজ্ঞ হবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

তাই বর্তশান পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বের দেশগুলোর খুবই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। একইভাবে কিছু মুসলিম দেশের অন্যায়কারী রাজাদেরও, যাদের একমাত্র লক্ষ্য যে কোন মূল্যে তাদের শাসন বজায় রাখা, তাদেরও সচেতন হওয়া উচিত, অন্যথায় তাদের অপকর্ম ও নির্বুদ্ধিতা তাদের মন্দ পরিণামে কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা যারা আহমদীয়া জামাতের সদস্য, তারা বিশ্ব ও মনবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সর্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়ে যাব। এর কারণ হল আমরা বর্তমান যুগের ইমামকে মান্য করেছি যাকে খোদা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রসুল হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবক যিনি বিশ্বের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন।"

(হুযুর আনোয়ার কর্তৃক নবম বার্ষিক শান্তি সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ, বায়তুল ফুতুহ মর্ডান, ২ শে মার্চ, ২০১২) (বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ৪০-৪৫)

সুধী! যেখানে পৃথিবীর ধ্বংস ও বিনাশের বিষয়ে সতর্কবার্তা রয়েছে, সেখানে কিছু ভবিষ্যদ্বানীও রয়েছে যা হৃদয়কে শান্তি ও স্বস্তি দেয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"এই নিদর্শনগুলির পর দুনিয়াতে এক পরিবর্তন ঘটবে এবং অধিকাংশ হৃদয় আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হবে এবং বহুল সংখ্যক পুণ্যবানদের হৃদয় থেকে দুনিয়ার ভালবাসা শীতল হয়ে যাবে এবং মাঝখান থেকে অবহেলার পর্দা উঠে যাবে এবং তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের শরবত পান করানো হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৯৯)

হুযুর আনোয়ার (আই.) কে ওয়াকফে নও ক্লাস ইউকে ২২ শে জানুয়ারী ২০১৭ এ প্রশ্ন করা হয়েছিল, হুযুর, আপনার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা কি? হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন-

" আমার ভয় হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, মানুষ যখন খোদাকে খুঁজবে, যখন তারা তাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাবে, আমরা আহমদীরা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত? আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমরা কি সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায় পড়ছি? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ যদি আমারে দিকে ফিরে যায়? যদি একটি ব্রেকথ্রু হয়, আমরা কি তাদের আল্লাহ্র সাথে সংযোগ স্থাপন করতে প্রস্তুত? আমাদের কর্ম কি তাদের জন্য একটি আদর্শ হতে পারবে? আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান কি এতটাই বেশি যে আমরা নবাগতদের ধর্মের সঠিক পথ দেখাতে পারি? এটাই আমার ভয়।"

বর্তমান যুগে বিশ্বকে শান্তির দিকে আহ্বান করার গুরু দায়িত্ব জামাতের সদস্যদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। কারণ এ যুগে জামাতের সদস্যরা ছাড়া আর কেউ জীবিত খোদার দিকে দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ পাচ্ছে না। এই অর্থে, জামাতের সদস্যদের মহান দায়িত্ব বিশ্বকে সচেতন করা যে তারা যেন তাদের প্রকৃত স্রষ্টার দিকে ফিরে যায়। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার বলেন-

'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মান্যকারীদের অনেক বড় একটি দায়িত্ব যাদেরকে নিজ পরিবারে এবং সামাজিক পরিসরেও শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে, সেই সাথে বিশ্বেও শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে। আর এটা তখনই হবে যখন আমাদের হৃদয় খোদা তা'লার একত্ববাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং গোটা বিশ্বকে আমরা তওহীদের দিকে আনতে সক্ষম হব। এটা নিশ্চিত যে, তওহীদ ব্যতীত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে মহান সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে। আর সেই মহান সত্তা হলেন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব। আর তার বিষয়টি হৃদয়ে তওহীদ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আসতে পারে না। আরও তওহীদ প্রতিষ্ঠা না হলে নৈরাজ্য চলতেই থাকবে। লড়াই তখনই বন্ধ হবে যখন প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি হবে, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।"

(ভাষণ, ২১ শে আগস্ট, জলসা সালানা জার্মানী)

হুযুর আনোয়ার বলেন-

'এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ খুবই দৃঢ়তার সাথে সতর্ক করেছেন-

'হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও, হে দ্বীপবাসীরা! কোন কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৯)

'এটাই সেই নির্দেশনা ও সতর্কবাণী যার কারণে আহমদীয়াতের খলীফাগণ সময়ে সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। আমিও দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে যদি ফিরে না আসেন, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৯)

এটা আগুন,কিন্তু আগুন থেকে তারা সবাই রক্ষা পাবে/যারা আল্লাহকে ভালবাসে।

এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব আগুনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, মহানবী (সা.) ইসলাম প্রচারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে মহানবী (সা.) বর্তমান যুগে দাওয়াতের গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হুযুর আনোয়ারকে রিভিউ অফ রিলিজিওনস-এর সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হুযুর! আমরা কোডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, কিছু মানুষতাদের জীবনে পরিবর্তন করেছে হয়তো ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়ার জন্য। তাহলে বিশ্বযুদ্ধ কি এই অর্থে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বা সতর্কতা সংকেত হতে পারে? এর জবাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেছেন-

যখন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং লোকেরা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে যে আমাদের এখন কী করা উচিত? তাই আমরা তাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করার জন্য সেখানে আছি। এবং এটি তখনই সম্ভব যদি

আমরা ইতিমধ্যেই মানুষের সাথে যোগাযোগ করি। সময় আসার যদি আমরা তাদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ না করি,তবে তাদের জন্য এটি আরও কঠিন হবে কারণ তারা আমাদের সম্পর্কে জানে না।

যখন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং লোকেরা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে যে আমাদের এখন কি করা উচিত? তাই আমরা তাদের সর্বশক্তিমান খোদার দিকে পরিচালিত করার জন্য সেখানে আছি। এবং এটি তখনই সম্ভব যদি আমরা ইতিমধ্যে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সময় আর আগে যদি আমরা তাদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ না করি। তবে তাদের জন্য এটি আরও কঠিন হবে করণ তারা আমাদের সম্পর্কে জানবে না। তাই আমারেদ উচিত আহমদীয়া ইসলামের বাণী বহুদূরে ছড়িয়ে দেওয়া। আমাদের মানুষকে সচেতন করতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য হল মানবতাকে তার সৃষ্টিকর্তা, তার খোদার কাছে নিয়ে আসা। তাদের বোঝাতে হবে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবতার মৌলিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে।"

সুধী শ্রোতা! বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে আমরা যেন মহানবী (সা) নির্দেশিত শিক্ষার উপর স্বয়ং কর্মনিষ্ঠ হই এবং সেই সাথে অন্যদেরও এই শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে গ্রহণ করার উপদেশ দিই।

হযুর আনোয়ার বলেন-

'তাই আজ মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের একনিষ্ঠ মান্যকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে এই শিক্ষামালাকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ বানিয়ে নেওয়া এবং কুরআন করীমের অনুশাসনগুলির উপর আন্তরিক আমল করা। এর মাধ্যমেই আপনি আপনার চারপাশে শান্তির পরিবশ গড়ে তুলতে পারবেন এবং এই শান্তির বার্তা বিশ্বে বিস্তার করতে পারবেন। অন্যথায়, বিশ্ব বলবেআমাদের উপদেশ দেওয়ার আগে আপনি আপনার কথা ও কাজ এক করুন।"

(ভাষণ, ২১ শে আগস্ট, ২০২২, জলসা সালানা জার্মানী)

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন-

"এমতাবস্থায় যদি আশার কিরণ থাকে, যদি শান্তির নিশ্চয়তা থাকে, তবে তা একমাত্র সেই সত্তার মধ্যে যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি শান্তির সম্রাট, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে অন্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়, যাঁর উপর আল্লাহ্‌র শেষ নিঁখুত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর শিক্ষা হচ্ছে প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

যিনি সর্বশক্তিমান খোদার সাথে তাঁর আন্তরিক সংযোগের কারণে এবং তাঁর উপর নাযেলকৃত বিধানকে পৃথিবীতে বিস্তার দেওয়া এবং ধরাপৃষ্ঠকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং মানবজাতির অবস্থার প্রতি গভীর উদ্বেগের কারণে নিজের জীবনকে চরম বেদনা ও কষ্টে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। তিনি (সা.) মানুষের জন্য নিজের উদ্বেগের কারণে এমন ব্যথিত হয়েছিলেন এবং যন্ত্রণা ও কাতরতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বললেন-

(সূরা শোআরা: ৪)

অর্থাৎ- (হে রসুল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে মনে হচ্ছে আপনি নিজে শেষ করে ফেলবেন!

অতএব সেই মহান সত্তা যাঁর হৃদয়ে মানবতার জন্য বেদনা ছিল যে, মানুষ যেন তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যায় এবং ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে যেন তার জাগতিকতার সাথে নিজের পরকালকেও সুরক্ষিত করে তোলে। তিনি (সা.)এমন ব্যপক শিক্ষা তুলে ধরেছেন যার তুলনা অন্য কোন শিক্ষার সাথে হতে পারে না। এমন শান্তির নিশ্চয়তা দিনি প্রদান করেছেন যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত একটি প্রতিশ্রুতি। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরাও সেই শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র ঈমানের মৌখিক স্লোগান দিয়ে একে অপরের রক্ত পিপাসায় মেতেছে এবং এর জ ন্য বাইরের লোকের সাহায্য চাইছে। (ভাষণ, ২১ শে আগস্ট, ২০২২, জষসা সালানা জার্মানী)

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন-

সর্বাবস্থায় আমাদের মহানবী নির্দেশিত সুবর্ণ নীতিটি সামনে রাখতে হবে, তা হল, আমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা যেন অন্যের জন্যও পছন্দ করি। অতএব, এই নীতিকে সামনে রেখে, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমি যদি কেবল আমার নিজের জন্য বা আমার গোত্রের জন্য বা শুধুমাত্র আমাদের দেশর জন্য শান্তি চাই, সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য, তাঁর সমর্থন ও সন্তুষ্টি কখনোই অর্জন করতে পারব না।

দিনে সহস্রবার এই অনুগ্রহকারীর উপর দরুদ পাঠ করুন/ নবীগণের নেতা মহানবী (সা.) আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পবিত্র কুরআন ও এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার অনুসরণ করা এবং এই পবিত্র গ্রন্থের প্রচার বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন-

কেউ যদি ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সুশোভিত করতে চায়, যদি কেউ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়, তবে তাকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই বাণীকে সামনে রাখতে হবে, যার অথ-: এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।) সর্বদা এই দীপ্যমান গ্রন্থের দিকনির্দেশনাগুলি আপনার সামনে রাখুন। এই ঐশী গ্রন্থের অনুশাসনগুলি পাঠ করতে এবং এগুলিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, তবেই আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার পথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব।এই গ্রন্থে এমন কোন আদেশ নেই যা মানবীয় শান্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই আজ এই বার্তাটি মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য এবং এটিই হবে বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা।"

(ভাষণ, ২১ শে আগস্ট, ২০২২, জলসা সালানা জার্মানী)

শান্তির সময় হোক বা বিপদের সময়, একে অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো জামাতের সদস্যদের চিরাচরিত রীতি। আর দুঃসময়ে একে অপরকে সাহায্য করা খুবই জরুরী। অন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে যখন কেউ কষ্ট পায়। আমাদের যদি খাওয়ার জন্য একটি মাত্র রুটি থাকে, তবে তাও একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সাথে ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত সমবেদনা যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে আশা করেন। তিনি বলেন-

'আমি মানবজাতিরর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি যেমন একজন সদয় মা তার সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল" এমন নিঃশর্ত করুণার গুণ আমাদের থাকা উচিত। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার এ প্রসঙ্গে আমাদের উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন-

'মানুষেল মধ্যে সত্যিকারের সম্প্রীতি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং প্রকৃত সম্প্রীতি এক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এটি কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়, বরং একজনকে তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সংযোগও স্থাপন করতে হবে। আর এই সুমহানশিক্ষা আমরা অর্জন করতে পেরেছি মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে।

(ভাষণ, ২১ শে আগস্ট, ২০২২, জলসা সালানা জার্মানী)

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে, হুযুর আনোয়ার সর্বদা আমাদের দোয়া করতে আহ্বান করেন এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের সাহসকে শক্তিশালী করেন। হুযুর বলেন-

'একজন আহমদীর দোয়া করা উচিত যে পৃথিবী এই বিপর্যয় ঘটার আগে থেকে রক্ষা পায়, এবং যদি এটি ঘটে তবে তার খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও দোয়া করা উচিত। আমরা আর কি করতে পারি? যখন আমরা আমাদের সামনে অন্ধকার দেখি, তখন আমরা অন্যদেরকে এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতেপারি। এখন একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ই পারেন বিশ্বকে রক্ষা করতে এবং এই লোকদের মধ্যে কিছুটা বোধ তৈরী করতে পারেন বা তাদের বোঝানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসু করতে পারেন। এই কারণেই আমি প্রায় এক বা দুই বছর আগে বিশ্ব নেতাদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম যে তারা যেন বিশ্বকে ধ্বংসে হাত থেকে বাঁচাতে সক্রিয় হয় এবং তাদের স্রষ্টাকে উপেক্ষা না করে। কিন্তু তারা সেদিকে মনোযোগ দেয় নি, বোঝে নি। তারা বস্তুবাদে নিমজ্জিত, একমাত্র আল্লাহ্‌র অনগ্রহই তাদের রক্ষা করতে পারে। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, কেউ শতভাগ নিশ্চিতভাবে দাবি করতে পারে না যে পরবর্তীতে কি ঘটতে চলেছে। আমরা শুধু দোয়া করতে পারি যে, আল্লাহ্ চাইলে তিনি আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আর যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অন্য কিছু হয়, তাহলে আল্লাহ্ যেন এর ফলে এমন ব্যপক ধ্বংসযজ্ঞ রোধ করেন যাতে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে।"

(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন, এর সাক্ষাতকার)

বন্ধুগণ! বিশ্বে জনশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হুযুর আনোয়ার শুধু বেদনাদায়ক উপদেশই দেন না, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি প্রকাশ করার সাধ্যমতো চেষ্টাও করেন, যা দেখে প্রতিটি বিশেষ ও সাধারণ মানুষ অনপ্রাণিত হন। মিশুয়েল পার্সিয়া, পেদ্রোবাদ, স্পেন এর একজন প্রাক্তন মেয়র, তিনি এই সম্মেলন সম্পর্কে বলেছেন-

'এই জামাত তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক এই কামনা করি। হযরত মির্যা মসরূর আহমদের কথা আমি খুবই খুশি। তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেছেন এবং প্রতিরক্ষার নামে মানবতার উপর অস্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয় এমন সরকারগুলির নিন্দা করেছেন। আমি খুশি যে মির্যা মসরূর আহমদ ন্যায় বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত

এরপর ৯ পাতায়.....

১৬ পাতার পর.....

নির্দেশনা, দোয়ার গুরুত্ব ও কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

জুমআার খুতবা ছাড়াও এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দুধ অন্যান্য বক্তব্যের মাধ্যমেও অবতীর্ণ হতে থাকে, যেখানে তিনি আহমদী বা অ-আহমদী সবাইকে তাঁর কল্যাণের ভাগীদার করেন।

এই সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে হুযুর (আই.)-এর সেই সমস্ত বক্তব্যও রয়েছে যা তিনি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবিদেরকে সম্বোধন ক রে দিয়েছেন যেখানে তিনি পৃথিবীতে শান্তি, সৌহার্দ্য ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিরঙ্কুশ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বারংবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ সমস্ত খুতবা যেমন অন্যান্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি এগুলো আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যেন আমরা সেগুলোকে গভীরভাবে অধ্যায়ন করে অন্যদের পর্যন্ত পোঁছে দিতে পারি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন,

'খেলাফতের সহিত খোদা তা'লার এক গভীর সম্পর্ক থাকে এবং জ্ঞানের আত্মা দ্বারা সর্বদা তাদের সহায়তা করে থাকেন এবং যুগ অনুযায়ী জামাতের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সম্পর্কে অবগত করেন। খলীফার নজর সমস্ত বিশ্বের প্রয়োজনীয়তার উপর থাকে এবং যে সমস্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা তাদের দরকার হয় সেগুলো দান করে থাকেন এবং যে জ্ঞানের জ্যোতি খলীফাদের দেওয়া হয় তা পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করা হয় না। এটিই হল আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্মান। আল্লাহ্ তার নিজ দ্বীনের প্রয়োজনীয়তাকে খুব ভালভাবে জানেন এবং যাদের উপর তিনি এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাদেরকে এই জ্যোতি দ্বারা সর্বদা কল্যাণমণ্ডিত করেন।"

(খুতবা জুমআ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮)

তিনি আর এক স্থানে বলেন,

"খলীফার ধর্মীয় কাজের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যাখ্যা করেন তা বলার পন্থাও শিখিয়ে দেন এবং এই শব্দগুলিতে যে গভীর সত্য রয়েছে তা অন্য কারোর কথায় পাওয়া যায় না এবং এমন প্রভাব তৈরী করা যায় না। তাই প্রত্যেক যুগ খলীফা সেই সময়ের অবস্থার ব্যাপারে যে সমস্ত পরামর্শ দেন তা অন্যান্য ব্যক্তির উপদেশের চেয়ে বেশি কার্যকর হবে। এই সম্পর্কের কারণে এই এবং এ কারণেও যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'কে অর্পিত দায়িত্বের ফলস্বরূপ আলো দান করেন।"

(খুতবা জুমআ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৯১)

এই উপলক্ষ্যে আমি আরও বলতে চাই যে, হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) এই বক্তৃতা ও খুতবা শুধু আমাদের আহমদীদের জন্যই গুরুত্বপর্ণ নয় বরং মজলিসে ইরফানে তাঁর দেওয়া আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তরগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত ও দলগত প্রশিক্ষনের দায়িত্বে তা থেকে সাহায্য নেওয়া নয় বরং তা থেকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ সম্পর্কে এই মজলিস ইরফানগুলো মনেযোগ সহকারে শোনা এবং তা থেকে বিভিন্ন পয়েন্টগুলি নোট করা, নিজে আমল করা এবং তারপর তা সম্পর্কে বিশ্বকে সচেতন করা আমাদের আহমদীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মজলিসে ইরফানের মাধ্যমে আমরা নামায ও রোযার গুরুত্ব, ইমামের আনুগত্যের গুরুত্ব, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব এবং অন্যান জামাতী বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাই। এবং খিলাফতের মাধ্যমে মানবাধিকারের সর্বজনীন দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই এবং ন্যায় ও ইনসাফের দাবিকে সামনে রেখে পিছিয়ে পড়া ও পার্থিবতায় পতিত জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের উপদেশ বিশ্ববাসীর মনে যে সাড়া জাগাচ্ছে সেটাও দেখতে পাই।

(হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৪ সালের ৬ই জুন তারিখের খুতবায় বলেন, ' বান্দাদের হক আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাও খিলাফতের উদ্দেশ্য এবং এই অধিকারগুলি প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেগুলোকে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতে হবে।"

অতএব,এই সমস্ত আহাবানের ফলস্বরূপ আমরা বছরের পর বছর বিশ্বে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছি। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের সবার কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! আমি এখন আপনার সামনে এই ঈমান-বর্ধক সত্যটি তুলে ধরেছি যে, খলীফাদের খুতবা ও বাণী শুধুমাত্র সারা বিশ্বে তাদের অনুগ্রহ বর্ষণ করছে না বরং, এই ময়ে একমাত্র হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) হলে সেই ব্যক্তি যার শ্বাশ্বত বাণী সমস্ত বিশ্বকে এক ছত্রছায়ায় সমবেত করেছে।

প্রতি শুক্রবারের কথা চিন্তা করুন, পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ, সব দেশ ও সেখানে বসবাসকারী মানুষ,কালো, সাদা, ধনী, দরিদ্র, বিভিন্ন ভাষা জানা, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবি,স্বল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবাই খলীফার কথাকে মনোযোগ সহকারে শোনে এবং এইভাবে বিশ্বব্যাপী ঐক্য ও সংহতির এক অদ্ভুত দৃশ্য বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা হয়। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং রাত্রি নামা পর্যন্ত এই খুতবা শোনা যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে দেখুন, আহমদীয়ার খলীফা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন সত্তা নেই যার আনুগত্যের জন্য সারা বিশ্বে এই আওয়াজ শোনা হয়। এই হলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা যিনি শুক্রবারের বরকতময় দিনটিকে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক সমাবেশে রূপান্তরিত করে। নিঃসন্দেহে এটি সৈয়্যদানা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এবং আহমদীয়া খিলাফতের সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশ্বের অন্য কোথাও যদি এই উদাহারণ পাওয়া যায়, ত বে আমাদের চ্যালেঞ্জ, তা উপস্থাপন করা হোক। কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ হল আর কেউ এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না।

এ ছাড়া বিশ্ব ঐক্যের আরেকটি ঈমান বর্ধক সত্যতা যা বিশ্ব এর পূর্বে দেখেনি তা হুযুর আনোয়ার (আই.)- প্রতি জুমআ খুতবা পরবর্তী জুমআয় তা সংক্ষেপেও পাঠ করা হয় এবং যা সমস্ত বিশ্বের আহমদীরা হোক সে পূর্ব অথবা পশ্চিমের, কালো হোক বা সাদা, এবং সকল দেশ এবং সমস্ত দ্বীপ ও দ্বীপে বসবাসকারী আহমদীরা তা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাকেন। আর যখন সারা বিশ্বের আহমদীরা এই কথাগুলো শুনে এবং সেগুলো মান্য করার জ ন্য উঠে পড়ে লাগে তখন বিশ্বজনীন শক্তিতে খলীফার দোয়া ঐশ্বরিক শক্তি তাদের সাহায্যকারী হয় এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব প্রত্যেক কল্যাণ ও বিজয় দেখতে পায়। বিশ্ববাসী কি আজকের আগে এমন বৈশ্বিক ঐক্যের দৃশ্য দেখেছে? ইসলাম ও ইসলাম বহির্ভূত বিশ্বের কি এই বৈশ্বিক সৌন্দর্য ও বৈশ্বিক ঐক্য আছে?

যদি এমন সৌন্দর্য কোথাও না থেকে থাকে তাহলে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর দুর্গে প্রবেশ করুন। তিনি(আ.) বলেন-

'সততার সহিত আমার দিকে ধাবিত হও কেননা এখানেই কল্যাণ রয়েছে, চারিদিকে রাক্ষসেরা বসে আছে, আর আমি হলাম এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ।"

এগুলো হল সেই খুতবা ও বক্তব্য যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করছে। যা হুযুর (আই.) খুতবায় ও জামাতের পত্র-পত্রিকায় তাদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

তাই আমরা আহমদীরা খুবই ভাগ্যবান যে, আমরা সত্যের হেই আধ্যাত্মিক কণ্ঠস্বর গ্রহণকরার তৌফিক লাভ করেছি। খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি সার্বজনীন জাতি বানিয়েছেন। খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধর্মীয় ও পর্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। খিলাফতের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছেন এবং তারপর অন্যদেরকে এর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অতএব, আমাদের সকলের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে সেগুলি অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হুযুর (আই.) বলেন-

"আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মূল্যায়ন করা দরকার আমাদের কতটা বিশুদ্ধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? আমরা আমাদের সন্তানদের কতটুকু জামাতের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি? আমরা কতটুকু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করছি? এমন কাজ যে, বাইরেরর লোকেরাও আমাদের দেখেে বলে যে, তারা আমাদের চেয়ে ভাল মুসলমান। আমাদের উদাহারণ কি এমন যে, ইসলাম বিরোধীরা আমাদের দেখে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে? আমরা যদি এই মান অর্জন করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ্, এই জিনিসগুলো যেখানে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে সহায়ক হবে ঠিক সেখানে আমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে আর জামাতের বিরোধিতাগুলোও একদিন উড়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এবং আমাকে সকলকে ঈমানে বৃদ্ধি করুন এবং আপনাদের সকলকে প্রতি মুহূর্তে তাঁর হেফাযতে রাখুন এবং শত্রুর প্রতিটি পরিকল্পনা ধ্বংস করুন। আমীন"

(খুতবা জুমআ,২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

অতএব, সবশেষে এটিই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সবাইকে হুযুর আনোয়ার (আই.)- এর সমস্ত আদেশাবলীকে মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তার উপর আমল করার এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০১২

ইসলাম যে সকল পুণ্য ও সৎকর্মের শিক্ষা দেয়, সেগুলির মধ্যে দুটি পুণ্যকে অন্যান্য সকল পুণ্যের উৎসমুখ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর সকল পুণ্য এই দুই থেকেই উৎসারিত হয়। এর মধ্যে একটি হল 'হুকুকুল্লাহ্' এবং অপরটি হল 'হুকুকুল ইবাদ'।

আরও একটি প্রশ্ন যা অধিকাংশ সময় করা হয়ে থাকে সেটি এই যে, যখন কোন পশ্চিমা দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন সেই দেশের (পশ্চিমা) মুসলমানদের কি করা উচিত?

ইসলাম কোনও প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দেয় না কিম্বা কোন নাগরিককে তার দেশের (যে দেশে সে বাস করে) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার বা দেশের ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না।

ইসলাম শিক্ষা দেয় কোন ব্যক্তির কেবল নিজের জন্যই শান্তি অর্জনের বাসনা ও চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং তার চেষ্টা করা উচিত সমগ্র বিশ্বেই যেন শান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রসার ঘটে। এমন নিঃস্বার্থ মানসিকতাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখাতে পারে।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় আমরা যেন একে অপরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান থাকি। এই আবেগ অনুভূতি ধর্মীয়ও হতে পারে কিম্বা সেটা সামজের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে।

ইসলামের আরও একটি মহান শিক্ষা সমাজের অভাবপীড়িত ও অনগ্রসরদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে। এর জন্য ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষকে সব সময় এমন সুযোগ সন্ধান করতে থাকা উচিত যার মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর জীবন যাপনের মান উন্নত করা যায়। আমাদের চেষ্টা করা উচিত নিঃস্বার্থভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সাহায্য করা।

ইসলামের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ আরোপ করা হয় আর সেটি এই যে, ইসলাম না কি মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গে সাম্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দেয় না। এমন অভিযোগের কোন সারবত্তা নেই। বস্তুত ইসলাম মহিলাদেরকে এক সম্মানের আসনে বসিয়েছে।

ইসলাম প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়েও শিক্ষা দেয় আর কুরআন করীম এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে যে, কে তোমাদের প্রতিবেশী আর কি তাদের অধিকারসমূহ। চল্লিশটি ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মিনার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

আজকের এই অনুষ্ঠানে জার্মান ও অন্যান্য জাতির মোট ৭১জন অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর জার্মানী ভাষায় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের অনুবাদ পেশ করা হয়।

তিলাওয়াতের পর হ্যামবার্গ জামাতের সেক্রেটারী আমুরে খারিজা অনুষ্ঠান পরিচিতি উপস্থাপন করেন।

এরপর সর্বপ্রথম হ্যামবার্গ রাজ্যের আইজি ইনসপেক্টর জেনারেল পুলিশ উলফগ্যাঙ্গ কোপিযেক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জামাতেরে সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক পুরোনো ও বন্ধুত্বপূর্ণ। দুই বছর পূর্বে আমরা একত্রে একটি গাছ লাগিয়েছিলাম যেটি এখন বড় হয়েছে আর এটি আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক। আপনারা বাইরে যে দুটি মিনার তৈরী করেছেন এগুলি এই শহরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মিনার নিয়ে অনেক দীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল। কথিত আছে, জার্মানী এমন একটি দেশ যেখানে ভিন দেশী মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়া কাম্য নয়। অথচ এটা সঠিক নয়। আমার জন্য এটা উদ্বেগের বিষয়। আসল কথা হল, ইসলামের কোন ভাবমূর্তি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে এমন মানুষ পাওয়া যাবে যারা অনেক বন্ধুসুলভ। আমরা একত্রে সততার সাথে কাজ করতে পারি, এই শহরের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারি। তিনি বলেণ, আমার জন্য এটা অনেক সম্মানের বিষয় যে আজ খলীফাতুল মসীহ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এই মসজিদে দুটি মিনার স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলির জন্য আমার পক্ষ থেকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

কাযিম আবাসি সাহেব, সংসদ সদস্য বলেন: প্রিয় হুযুর, সকল সম্মানীয় জামাতের সদস্য! আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ ানাতে চাই আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করার জন্য এবং ইসলামের সম্মানীয় অতিথিদের সামনে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। হামবার্গ শহর বিভিন্ন জাতির কেন্দ্রস্থল। এখানে মুসলমান, হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ রয়েছেন। আর এই শহরের বৈশিষ্ট হল বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান করেন।

বিভিন্ন ধর্মের একটি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল যেখানে সকলকে আমন্ত্রি করা করা হয়েছিল, যাতে পারস্পরিক দূরত্ব মুছে যায় এবং সকলে একত্রে থাকে। মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা একত্রে এসেছিল। সকলেই এক সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছিল।

আহমদীয়া জামাত আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জামাত যারা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক পৃথক রাখায় বিশ্বাসী।। আমরা ইনশাআল্লাহ্ এক সঙ্গে এই শহরের উন্নতি করব।

প্রাদেশিক সাংসদ তথা ইনচার্জ ক্রিস্টা গোয়েসট বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন–সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমার জন্য এটা আনন্দের বিষয় যে আমি গ্রুন পার্টির পক্ষ থেকে আপনাকে অভিবাদন জানাতে পারছি এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। নতুন যে দুটি মিনার জ্বলজ্বল করছে সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই শহরের উন্নতির জন্য কাজ করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আমাদের শহরের মসজিদ, এই শহর ও সোসাইটির অংশ হয়ে উঠুক, আপনারা সামনে এগিয়ে আসুনন, অন্তরালে না থাকেন, এটাই কামনা করি। আমাদের শহরে একশর বেশি ধর্ম ও জাতির মানুষ বাস করে। আমরা এক সঙ্গে কাজ করি আর এক্ষেত্রে মসজিদ অনেক ভাল কাজ করে। এটা অনেক ভাল কথা যে আপনাদের মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত। জামাত এখানে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টা করছে। আমি এজন্যও আনন্দিত যে, আপনাদের মসজিদ প্রতিবেশীরাও আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। আর এখানকার সদর সাহেব এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত। হ্যামবার্গ শহর বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হওয়া এবং মিলেমিশে থাকা একটা প্রতীকি। এই কাজকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। সব শেষে ভদ্রলোক বলেন, আমার আন্তরিক বাসনা, আপনাদের এই মসজিদ শান্তিস্থল হয়ে উঠুক।

প্রাদেশিক সাংসদ ডক্টর থমাস এস– ক্লাথ এবং এফ.ডি.পি পার্টির প্রবীণ নেতা নিজের বক্তব্যে বলেন– সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত করার জন্য এবং এখানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। হ্যামবার্গে আপনাদের সব থেকে পুরোনো মসসজিদটি সুন্দরতম মসজিদগুলির একটি। একথা আমরা সকলেই জানি। আপনাদের জামাত বহু বছর ধরে কাজ করছে। ইসলামের শান্তি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতার পথ দেখায়। আমি আনন্দিত যে আপনাদের জামাত উন্নতি করছে। এটি আপনাদের দ্বিতীয় মসজিদ। আর আমি এই ঘোষণাতেও অনেক খুশি হয়েছি যে, আহমদীয়া মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এই মসজিদের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। এই শহর, এই এলাকায় এমন উপলক্ষ্য ও অনুষ্ঠানাদি হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন শহরের মানুষ একত্রিত হতে পারে। আপনারা যে মাঝে মাঝে জার্মান রেড–ক্রস সোসাইটির সঙ্গে যৌথভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন সেটা খুব ভাল পদক্ষেপ। এতে বেশি সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ করা উচিত।

এরপর জার্মান জামাতের আমীর সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন।

এরপর ৬:৪০টায় হুযুর আনোয়ার ইংরেজি ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন যার ভাবার্থ উপস্থাপন করা হল।

তাউজ ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লালি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর খোদা তা'লার কৃপা ও আশিস বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি সেই সব অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের অধিকাংশই আমাদের জামাতের সঙ্গে পরিচিত কিম্বা আহমদী সদস্যদের সঙ্গে অনেকের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস, যারা আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে অতি সম্প্রতি পরিচিতি হয়েছেন, তারাও জামাত সম্পর্কে আরও বেশী জানতে আগ্রহী হবেন। আপনাদের এখানে উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে বা তাদের মসজিদে গেলে বিপদের কিছু নেই তা আপনারা জানেন। বস্তুত বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন ইসলামের বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে আপনারা যারা অমুসলিম, তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এমন উদ্বেগ ও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, মসজিদে আসা সমস্যা তৈরী করতে পারে, এমনকি বিপদও ডেকে আনতে পারে। তবুও আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। যা একথা প্রমাণ করে যে, আপনারা আহমদী মুসলমানদের বিষয়ে শঙ্কিত নন এবং উপলব্ধি করেন যে তাদের থেকে আপনাদের কোন বিপদ নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের এখানে উপস্থিতি এটাও প্রমাণ করে যে, আপনাদের মনে আহমদীদের প্রতি একটা স্থান আছে এবং তাদেরকে অন্যান্য অধিকাংশ নাগরিকদের মত সভ্য সমাজের অংশ মনে করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এমন সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করছি না যে, যদিও আপনাদের মধ্যে কিছু মানুষ আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের মনে সংশয় রয়েছে আর তারা মনে করে, এই অনুষ্ঠানের নেতিবাচক প্রভাবও হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, আপনাদের মনে এক চাপা উৎকণ্ঠা কাজ করছে যে, আপনাদেরকে চরম মনোভাবাপন্ন ও উগ্র চিন্তাধারার মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হবে। আপনাদের মনে যদি এমন চিন্তাভাবনা দানা বাঁধে তবে সেগুলিকে অবিলম্বে বের করে দিন। আমরা এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করি আর কোনওভাবে যদি কোন উগ্রবাদী ব্যক্তি এই মসজিদে কিম্বা আমাদের চারদেওয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে তবে আমরা তাকে তৎক্ষণাৎ বের করে দেওয়ার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাই আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আপনারা নিরাপদ হাতে রয়েছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এমন একটি জামাত- যদি কোথাও এর কোন সদস্য উগ্রবাদী ভাবধারা প্রকাশ করে, আইনের অমর্যাদা করে এবং শান্তি বিঘ্নিত করে, তবে তাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। ইসলাম শব্দটির কারণে আমরা এই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য। কেননা ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থই হল ভালবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান।

হুযুর আনোয়ার বলেন-আমাদের জামাত ইসলামের প্রকৃত স্পৃহার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। ইসলামের যে প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরে, যাকে আমরা নিজেদের কর্মযোগে বাস্তবায়িত করে থাকি, তার সংবাদ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের অধিকাংশ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা এক ব্যক্তিকে ধর্মসংস্কারক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত করবেন, যাকে মসীহ ও মাহদী নামে অভিহিত করা হবে। যাতে ইসলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত হিসেবে বিশ্বাস করি যে, জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-ই সেই ব্যক্তি যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জামাত পৃথিবীর ২০২টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এই সমস্ত দেশে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি তারা নিজেদের দেশে বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বাবলী ভালভাবে পালন করছে। জামাতের এই সব সদস্যদের ইসলাম ও স্বদেশের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে পরস্পর কোন সংঘাত নেই। বরং ইসলাম ও দেশের প্রতি ভালবাসা উভয়ই একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আহমদী মুসলমানেরা যেখানেই বাস করে, তারা সেই দেশ ও জাতির প্রতি সব থেকে বেশি বিশ্বস্ত নাগরিকে ভূমিকা পালন করে থাকে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমাদের জামাতের অধিকাংশ সদস্যদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণেই একজন আহমদী মুসলমান এক দেশ থেকে অন্য দেশে হিজরত করে, তখন তারা সাবলীলভাবে সেখানকার সমাজের অংশ হয়ে ওঠে, নতুন দেশে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কিভাবে নিজেদের ভূমিকা পালনে করবে তা নিয়ে বিচলিত থাকে না। আহমদীরা যেখানেই যাক, যেদেশেই যাক তারা সেই দেশকে ভালবাসবে, যেমনটি প্রত্যেক প্রকৃত নাগরিকের কর্তব্য হয়ে থাকে। আর তারা নিজেদের জীবনকে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উপায় অন্বেষণে নিয়োজিত করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একমাত্র ইসলাম ধর্মই আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়। আর অবশ্যই সেটা কোন লঘু নির্দেশ নয়, বরং ইসলাম শিক্ষা দেয়, যে দেশে একজন মুসলমানের বাস সেই দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং আত্মনিবেদনের। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবিষয়ের প্রতি জোর দিয়েছেন যে, দেশের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের প্রতি ভালবাসা যেহেতু ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তবে একজন সত্যিকার মুসলমানের পক্ষে নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে আর কিভাবেই বা সে নিজের ঈমানকে উপেক্ষা করতে পারে? যতদূর আহমদী মুসলমানদের প্রশ্ন, আমাদের সমস্ত বড় সভায়, জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যথারীতি উঠে দাঁড়িয়ে খোদাকে সাক্ষী রেখে এই শপথ করে। এই শপথের মধ্যে তারা অঙ্গীকার করে, নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানকে ত্যাগ করার, আর সেটা শুধু ধর্মের জন্যই নয়, বরং নিজের দেশ ও জাতির জন্যও। তাই এদের থেকে বেশি বিশ্বস্ত হওয়ার দাবি আর কে করতে পারে? এদেরকে দেশের সেবা করার কথা অনবরত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আর তাদের কাছ থেকে বার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় যে তারা নিজেদের ঈমান, দেশ তথা স্বভূমির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে একটা প্রশ্ন মানুষের মনে তৈরী হতে পারে। সেটা এই যে, জার্মানীতে অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তান, তুর্কী বা এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে। তাই যখন নিজের দেশের জন্য আত্মত্যাগের সময় আসবে, তখন তারা জামানীর তুলনায় নিজেদের পূর্বপুরুষদের দেশকে বেশি প্রাধান্য দিবে।

তাই আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই আর বোঝাতে চাই যে, যখন কোন ব্যক্তি জার্মানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বা যে কোনও দেশের নাগরিকত্বগ্রহণের করে, তখন সে সেই দেশের নাগরিক হয়ে যায়। আমি সম্প্রতি কোবালসে জার্মানীর সেনা মুখ্যালয়ে এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছিলাম। আমি ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলাম যে, এমন পরিস্থিতিতে যখন জার্মানী এমন কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যার বাসিন্দারা জার্মানীর নাগরিক হয়ে গেছে, তখন সেই সব ব্যক্তিদের কি করণীয়? যদি হিজরতকারীদের মনে নিজেদের (অতীতের) দেশের প্রতি ভালবাসা জেগে উঠার আশঙ্কা হয় আর এমন সম্ভাবনা থাকে যে, তার মনে জার্মানীর ক্ষতি করার ইচ্ছে তৈরী হতে পারে, তবে এমন ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ জার্মানীর নাগরিত্ব ফিরিয়ে দিয়ে বা অভিবাসনের স্টেটাস ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে যদি এখানেই থাকতে চায় তবে যে দেশ মানুষ বাস করে, সেদেশের প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট শিক্ষা, যার মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। ইসলাম কোনও প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দেয় না কিম্বা কোন নাগরিককে তার দেশের (যে দেশে সে বাস করে) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার বা দেশের ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। একজন ব্যক্তি যে দেশে হিজরত করে এসে বসবাস করছে, যদি কোন ব্যক্তি সেই দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে বা সেই দেশের ক্ষতি করে তবে তার প্রতি এমন আচরণই করা উচিত যেমনটা একজন দেশদ্রোহী বা দেশের শত্রুর প্রতি করা উচিত আর দেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি পাওয়া উচিত। এটি একটি মুসলিম মুহাজিরের অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয়। আরও একটি পরিস্থিতি এটা যে, একজন জার্মান নাগরিক বা অন্য কোন দেশেল নাগরিক যদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ হল সে নিজের দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি প্রশ্ন যা অধিকাংশ সময় করা হয়ে থাকে সেটি এই যে, যখন কোন পশ্চিমা দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন সেই দেশের (পশ্চিমা) মুসলমানদের কি করা উচিত?

এর উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম একথা বলব যে, আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বুঝিয়েছেন যে, আমরা এখন সেই যুগে বাস করছি যখন কি না ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া যায় যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধ হয়েছে। সেই সব যুদ্ধে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান তথা ইসলামকে মুছে ফেলা। অতীতের অধিকাংশ যুদ্ধে অমুসলিমদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। আর মুসলমানদের কাছে নিজেদের এবং নিজেদের ধর্মকে প্রতিহত করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, এখন পরিস্থিতি সেইরূপ নেই। এর বিপরীতে বর্তমানে অমুসলিম পশ্চিমা বিশ্বে বহুলাংশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুশীলিত হচ্ছে। আমাদের জামাত

এজন্য অনেক কৃতজ্ঞ যে এখানে এসে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করছে, এমনকি আহমদী মুসলমানেরা অমুসলিম দেশগুলিতে নিজেদের ধর্মের প্রচারও করতে পারে। তাই এখানে ইসলামের সত্যিকার ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রসার আমরা করতে পারি যা পশ্চিমি বিশ্বের জন্য শান্তি ও সহিষ্ণুতার বাণী হিসেবে উপস্থাপন করা। নিঃসন্দেহে এই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণেই আমি আজ এখানে আপনাদের সামানে দাঁড়িয়ে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করছি। এই কারণে আজ ধর্মীয় যুদ্ধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আর দ্বিতীয় যে কারণটি তৈরী হতে পারে সেটি এই যে, একটি মুসলমান প্রধান দেশ ও একটি খৃষ্টান প্রধান দেশ পরস্পর অ-ধর্মীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে কিভাবে খৃষ্টানদেশে বা অন্য কোন দেশে বসবাসরত মুসলমান নাগরিকেরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ইসলাম একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করেছে। সেটি নীতিটি এই যে, কোনও ব্যক্তিকে কখনই কোন নির্মম বা উৎপীড়নমূলক কাজে জড়িত হওয়া উচিত নয়। কারণ যদি একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন করা হয় তবে তা প্রতিহত করা উচিত। অনরূপভাবে যদি কোন খৃষ্টান দেশের পক্ষ থেকৈ নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন করা হয় তবে তাকেও প্রতিহত করা উচিত।

একজন ব্যক্তি কিভাবে অন্যায় ও উৎপীড়ন করা থেকে বাধা দিতে পারে? এর উত্তর অনেক সরল। বর্তমান যুগে পশ্চিমি বিশ্বে গণতন্ত্র জনপ্রিয়। যদি কোন ন্যায়পরায়ণ বক্তি দেখে যে, তাদের সরকার উৎপীড়নমূলক কাজ করছে তবে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত আর নিজের দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ সংঘবদ্ধভাবেও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। যদি একজন নাগরিক দেখে যে তার দেশ অন্য কোনও দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করছে, তবে তাদের উচিত নিজেদের দেশের সরকারের মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করা এবং নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দেওয়া। শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করা কোন বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নয়।বরং এটা স্বদেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। একজন ন্যায়পরায়ণ নাগরিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কখনওই নিজের দেশের সম্মান ও খ্যাতি ক্ষুন্ন হতে দিতে চাইবে না। এই পন্থায় সে নিজের কথা তুলে ধরে দেশকে ন্যায়ের পথে আহ্বানের মাধ্যমে দেশের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর আন্তর্জাতিক স্তরে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রশ্ন, ইসলাম এর বিষয়ে শিক্ষা দেয়, যেখানে একটি দেশের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়, অন্যান্য দেশগুলির উচিত তাকে ধিক্কার জানানো অন্যায়কারী দেশকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা। যদি অন্যায়কারী দেশের বিবেক বুদ্ধি ফিরে আসে আর নিজের অন্যায় থেকে পিছিয়ে আসে, তবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বা সুযোগ বুঝে সেই দেশের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্যই তোমরা অবশ্যই শান্তির প্রসার কর। আঁ হযরত (সা.) একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, তার হাত ও জিহ্বা থেকে অপরাপর শান্তিপ্রিয় মানুষেরা নিরাপদ থাকে। যেমনটি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, তোমরা কখনো অন্যায়, অত্যাচার বা উৎপীড়নে অংশগ্রহণ করবে না। এটি সেই অনিন্দ্য সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যা একজন প্রকৃত মুসলমানকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পুণ্যবান ও সম্মানীয় মানুষই এমন শান্তিপূর্ণ ও শুভচিন্তকদের সমাজে বাস করার বাসনা করে।

হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদেরকে এক অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা দান করেছেন, যে শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন অতিবাহিত করা উচিত। তিনি (সা.) শিখিয়েছেন যে, একজন প্রকৃত মোমেনের সব সময় এমন বিষয়ের সন্ধানে থাকা উচিত যা পাক ও পবিত্র। আঁ হযরত (সা.) শিখিয়েছেন যে, যেখানেই মুসলমান কোন প্রজ্ঞার কথা পায় বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনও শিক্ষা দেখতে পায়, সেটিকে নিজের উত্তরাধিকার বানিয়ে নেওয়া উচিত। সেই উৎসাহের সাথে যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের উত্তরাধিকার দাবি করে, মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেখানেই, যার কাছেই হোক প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ লাভ হয় আর পুণ্যের কথা পাওয়া যায় তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমান যুগে মানুষ বহু সমস্যায় জর্জরিত, হিজরতকারীদের সমাজে সমন্বিত হওয়ার বিষয়ে কি অসাধারণ ও পরিপূর্ণ নীতি মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হলে এবং স্থানীয় সমাজে সমন্বিত হতে গেলে তাদেরকে প্রত্যেক সমাজ, প্রদেশ, শহর এবং দেশের ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করতে হবে। আর এটাও বলা হয়েছে আর এই ধরণের নৈতিকতা শিখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং মুসলমানদের চেষ্টা করা উচিত যে সেগুলিকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার। এটাই সেই দিকনির্দেশনা যা সত্যিকার অর্থে পারস্পরিক ঐক্য, বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রেরণা তৈরী করে। একজন প্রকৃত মোমেনের চাইতে বেশি শান্তি প্রিয় আর কে-ই বা হতে পারে- যে কি না নিজের ঈমানের শর্ত পূর্ণ করার পাশাপাশি যে কোন ভিন্ন সমাজের সমস্ত ইতিবাচক বিষয়গুলি নিজের মধ্যে একত্রিত করার চেষ্টা করে? একজন মোমেনের থেকে বেশি শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারকারী আর কে হতে পারে?

বর্তমান যুগে যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে পৃথিবী এক বিশ্ব-পল্লীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটি সেই বিষয় যার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে। তিনি বলেছিলেন- একটা সময় আসবে যখন পৃথিবী এক হয়ে যাবে আর দূরত্ব ঘুঁচে যাবে। দ্রুতগামী ও অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে মানুষ সারা পৃথিবীকে দেখতে পাবে। বস্তুত কুআন করীমের একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা আঁ হযরত (সা.) স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) শিখিয়েছেন যে, যখন এমন সময় আসবে তখন মানুষকে সন্ধান করে একে অপরের উন্নত আচার আচরণ গ্রহণ করা উচিত, যেভাবে মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ খুঁজে। ভিন্নবাক্যে বলা যেতে পারে যে, সমস্ত ইতিবাচক বিষয় অবলম্বন করা উচিত বা বলা যেতে পারে যে, সমস্ত সৎ গুণকে আপন করে নেওয়া উচিত। কুরআন মজীদে এই শিক্ষাকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে পুণ্য অবলম্বন করে এবং মন্দকে প্রতিহত করে। এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে কে এমন কোন দেশ বা সমাজ আছে যারা বলতে পারে যে তারা এমন শান্তিপ্রিয় মুসলমান বা ইসলামকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিতে চাইবে না বা সহন করবে না। গত বছর বার্লিনের মেয়রের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, তোমরা যে কোন সমাজের সুন্দর দিকগুলিকে নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবেই মনে করবে। একথা শুনে মেয়র সাহেব বলেন, আপনারা যদি এই শিক্ষার উপর আমল করেন তবে নিঃসন্দেহে সমগ্র পৃথিবী আপনাদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং আপনাদের সঙ্গা দিবে।

কিন্তু আমি একথা জেনে আশ্চর্যও হয়েছি আর ব্যথিতও হয়েছি জার্মানী এমন মানুষও আছে যারা বলে, ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে জার্মানীর সমাজের অংশ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। নিঃসন্দেহে একথা সঠিক যে, উগ্রবাদীরা ইসলামের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে তাতে সত্যিই তারা জার্মান বা যে কোনও সমাজের অংশ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। নিঃসন্দেহে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমান দেশগুলিও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হবে। তথাপি নবী করীম (সা.) যে ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা চিরকাল পুণ্যাত্মাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরায় উজাগর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে নবী করীম (সা.) এর প্রতিচ্ছায়া রূপে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর জামাত ইসলামের সেই প্রকৃত ও অকৃত্রিম শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত আর এরই শিক্ষা দেয়। এখন একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, প্রকৃত ইসলাম সমাজের ইতিবাচক অংশ হতে পারে না। সেটাই প্রকৃত ইসলাম যা সমাজে পুণ্যকে প্রধান্য দেয় এবং মন্দকে এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেয়। প্রকৃত ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় মন্দ ও অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত থাকার।

ইসলামের উপর এই আপত্তি তোলা হয় যে, মুসলমানরা সমাজের গঠনমূলক অংশ হতে পারবে না, অথচ ইসলাম সেই চৌম্বকের ন্যায় যা নিজে সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ইসলাম শিক্ষা দেয় কোন ব্যক্তির কেবল নিজের জন্যই শান্তি অর্জনের বাসনা ও চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং তার চেষ্টা করা উচিত সমগ্র বিশ্বেই যেন শান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রসার ঘটে। এমন নিঃস্বার্থ মানসিকতাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখাতে পারে। কোন সমাজ কি এমন শিক্ষার প্রশংসা না করে পারে আর এর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার না করে পারে? নিঃসন্দেহে একটা সুস্থ সমাজ কখনই চাইবে না সেই সমাজে অনৈতিকতা ও মন্দের প্রসার হোক আর পুন্যের প্রসারে বাধা আসুক। কিন্তু যখন আমরা পুণ্যের পরিভাষা নির্ধারণ করি,তখন খুব সম্ভব একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ও একজন অধার্মিক মানুষের মাঝে এর পরিভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে।

ইসলাম যে সকল পুণ্য ও সৎকর্মের শিক্ষা দেয়, সেগুলির মধ্যে দুটি পুণ্যকে অন্যান্য সকল পুণ্যের উৎসমুখ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর সকল পুণ্য এই দুই থেকেই উৎসারিত হয়। এর মধ্যে একটি হল 'হুকুকুল্লাহ্' এবং অপরটি হল 'হুকুকুল ইবাদ'। যতদূর প্রথম শ্রেণীর পুণ্যের সম্পর্ক, এক্ষেত্রে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও অধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু অপর শ্রেণীর পুণ্য অর্থাৎ 'হুকুকুল ইবাদ' এর ক্ষেত্রে কোনও বিবাদ নেই। হুকুকুল্লাহ্ বলতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে বোঝানো

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 9-16 May, 2024 Issue No.19-20

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হয় আর প্রত্যেক ধর্মই তার অনুসারীদের এর শিক্ষা দেয়। যতদূর হুকুকুল ইবাদ বলতে সেই অধিকার যা ধর্ম ও সমাজ উভয়ই শিক্ষা দেয়। ইসলাম আমাদেরকে অনেক গভীরে গিয়ে বিস্তারিতভাবে হুকুকুল ইবাদ এর শিক্ষা দেয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমগ্র শিক্ষামালাকে আয়ত্ব করা কার্যত অসম্ভব। তবুও আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা উল্লেখ করব যা ইসলাম পরস্পরের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে আর যেগুলি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় আমরা যেন একে অপরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান থাকি। এই আবেগ অনুভূতি ধর্মীয়ও হতে পারে কিম্বা সেটা সামজের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। একবার এক ইহুদী ও একজন মুসলমানের মধ্যেকার বিবাদ নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়। আঁ হযরত (সা.) ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেই ইহুদীর পক্ষ নেন। ইহুদী ব্যক্তির ধর্মীয় আবেগ অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে মূসা (আ.)-এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করলেন। যদিও সে জানত যে আঁ হযরত (সা.) শেষ শরিয়ত বিধান আনয়নকারী নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এটাই সেই পন্থা যার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.) অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়েছেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলামের আরও একটি মহান শিক্ষা সমাজের অভাবপীড়িত ও অনগ্রসরদের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে। এর জন্য ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষকে সব সময় এমন সুযোগ সন্ধান করতে থাকা উচিত যার মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর জীবন যাপনের মান উন্নত করা যায়। আমাদের চেষ্টা করা উচিত নিঃস্বার্থভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সাহায্য করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান যুগে এমন সব পরিকল্পনা ও অবসর যা বাহ্যত এই সব বঞ্চিত মানুষদের সাহায্যের জন্য শুরু করা হয়, কিন্তু, বাস্তবে তা এমন ঋণের পোশাকে হয়ে থাকে যা মূলত সুদ ভিত্তিক। যেমন, ছাত্রদের প্রায় সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে তাদের শিক্ষা পূর্ণ করার জন্য কিম্বা সাধারণ মানুষকে ঋণ দেওয়া হয় ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার জন্য, কিন্তু সেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে কয়েক বছর, এমনকি অনেক সময় কয়েক দশক লেগে যায়। যদি কয়েক বছরের পরিশ্রমের পর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তবে এমন মানুষদের পুনরায় ঋণগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বরং অনেক সময় তাদের আর্থিক পরিস্থিতি পূর্বের চায়তেও বেশি অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিগত কয়েক বছরের অর্থনৈতিক সংকট যা পৃথিবীর একাধিক দেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তখনও আমরা এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখেছি বা শুনেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ আরোপ করা হয় আর সেটি এই যে, ইসলাম না কি মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গে সাম্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দেয় না। এমন অভিযোগের কোন সারবত্তা নেই। বস্তুত ইসলাম মহিলাদেরকে এক সম্মানের আসনে বসিয়েছে। আমি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। এমন এক সময় যখন কি না মহিলাদেরকে দাসীদের ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মনে করা হত, সেই সময় ইসলাম মহিলাদের অধিকার দিয়েছে যে, যদি তাদের স্বামীর আচরণ যথাযথ না হয় তবে সে তালাক নিতে পারে। এটি এমন একটি বিষয় যা বর্তমান যুগের উন্নতশীল দেশেও এই অধিকারসমূহ মাত্র গত শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম মহিলাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারও প্রদান করেছে, এমন এক সময় যখন কি মহিলাদেরকে সমাজে মূল্যহীন বস্তু হিসেবে মনে করা হত। এটিও এমন একটি অধিকার যা ইউরোপের মহিলারও অতি সম্প্রতি লাভ করেছে।

ইসলাম প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়েও শিক্ষা দেয় আর কুরআন করীম এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে যে, কে তোমাদের প্রতিবেশী আর কি তাদের অধিকারসমূহ। যারা তোমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, যাদের ঘর তোমার ঘরের পাশে সে তোমার প্রতিবেশী, তাকে তুমি চেন বা না চেন।। বস্তুত চল্লিশটি ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যাদের সঙ্গে আমরা সফর করি, তাদেরকেও প্রতিবেশী বলা হয়েছে। আর প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকা আমাদের কর্তব্য। এই অধিকারসমূহের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমার মনে হয়েছে যেন প্রতিবেশীদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারও দেওয়া হবে। এই শিক্ষার উপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির হাত থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়, সে একজন মোমেন বা মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নয়।

অপরের প্রতি সদ্ভাব ও সদাচার ইসলামের আরও একটি শিক্ষা। ইসলাম শিক্ষা দেয় সকলে মিলে দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করা, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। এই শিক্ষার আলোকে নিজেদের কর্তব্য পালনের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে অভাবপীড়িত ও বঞ্চিতদের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। আমরা স্কুল নির্মাণ করছি এবং সেগুলি পরিচালনা করছি। উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে যাতে অনগ্রসর এলাকার মানুষেরাও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের আরও একটি শিক্ষা হল নিজের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর মধ্যে সেই সকল প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা আপনারা অপরের সঙ্গে করে থাকেন আর সেব অঙ্গীকারও আছে যা একজন মুসলমান নিজের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য করে থাকে। এবিষয়েও পূর্বেও আলোচনা করেছি।

এই কয়েকটি বিষয় ছিল যা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যাতে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, ইসলাম কতটা প্রিয় ও সুন্দর ধর্ম। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যতটা প্রবলভাবে ইসলাম শান্তি শিক্ষা দান করেছে এবং শান্তির প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছে, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা কিম্বা যারা সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তারা ঠিক ততটাই প্রবলভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করছে। যেমনটি আমি বলেছি, এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রসার করছে এবং এর উপর আমল করছে। যারা মুষ্টিমেয় মানুষের অপকর্মের ভিত্তিতে ইসলামের উপর চড়াও হয়, এরই আলোকে আমি সেই সব লোকদের উদ্দেশ্যে বলব, নিঃসন্দেহে এমন মানুষদের আপনারা অভিযুক্ত করুন। কিন্তু সেই সব দৃষ্টান্তকে ভিত্তি করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে কালিমালিপ্ত করবেন না। ইসলামের শিক্ষাকে জার্মানী বা অন্য যে কোন দেশের জন্য আপনাদের বিপদ হিসেবে দেখা উচিত নয়। আপনাদের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে মুসলমানেরা জার্মানী সমাজের অংশ হতে পারবে কি না। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামের একটি বিশেষ গুণ হল প্রত্যেক সৎ গুণকে নিজের মধ্যে আপন করে নেয়। অতএব, মুসলমানেরা নিঃসন্দেহে যে কোন সমাজে থাকতে পারে। যদি কেউ এর বিপরীত কাজ করে, তবে সে নামধারী মুসলমান, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

আমি দোয়া করি যে, জার্মানী এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, যেগুলি এখন বিভিন্ন সমাজ ও জাতির মানুষের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে তারা যেন নিজেদের সহনশীলতা ও হৃদ্যতার যে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং অপরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারে। এইভাবে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য তারা অনুকরনীয় হয়ে উঠুক। এটাই পৃথিবীর চিরস্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দান করবে এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। যেভাবে আজ পৃথিবী পারস্পরিক সহনশীলতার বিলুপ্তির পথে হাঁটছে এবং অপরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে, তাতে সমূহ বিনাশের আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। অতএব, বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে ধার্মিক ও অধার্মিক নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তিকে খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে। যদি সকলে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারত?

সব শেষে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা নিজেদের মূল্যবান সময় বের করে আমার কথাগুলি শুনেছেন। আপনাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কৃপা বর্ষিত হোক। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir